IFIC

# আমাদের কথা

নিউজলেটার

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩


২৬ শাখা-উপশাখার নিজস্ব সাফল্য

১০ ক্রিয়েটিভ কর্নার

০৬ আইএফআইসি হাইলাইটস্

৪৪ পরিবারে যারা এলো

# পূর্বকথা

নিউজলেটার 'আমাদের কথা'র অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ সংখ্যায় আপনাকে স্বাগতম। ব্যাংকের অতীত অর্জন, বর্তমান কর্মধারা ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার চৌম্বক অংশ নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে এই নিউজলেটার।

অধিকতর গ্রাহকমুখী, আধুনিক ও সময়োপযোগী গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করতেই শাখা-উপশাখায় দেশের বৃহত্তম ব্যাংক আইএফআইসি টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, জৈন্তাপুর থেকে পারুলিয়া প্রতিবেশী হয়ে ছড়িয়ে গেছে গ্রাহকদের দোরগোড়ায়। বছরের বিভিন্ন সময় আইএফআইসি ব্যাংকের কর্মীদেরকে নিয়ে জোনভিত্তিক **'আইএফআইসি লার্জেস্ট ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক বিজনেস কনফারেন্স'** আয়োজিত হচ্ছে। এসব সম্মেলনে গ্রাহকসেবা, আমানত সংগ্রহ, লোন প্রদান ও লোন রিকভারিতে সাফল্য অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার স্বীকৃতি হিসেবে শাখা ও উপশাখার প্রতিনিধিদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হচ্ছে।

গ্রাহকদের কাছে আকর্ষণীয় প্রোডাক্ট ও সেবা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সেবায় উদ্বুদ্ধ করতে ব্যাংকের পক্ষ থেকে বছরজুড়ে আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে সারা দেশে। ব্যয় পরিকল্পনা, বিনিয়োগ, আর্থিক ও ঋণ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির মতো আর্থিক বিষয়গুলোকে বোঝার এবং প্রয়োগ করার সক্ষমতা বাড়াতে গ্রাহকদের জন্য কর্মশালাসহ নানা আয়োজন করা হচ্ছে প্রতিটি শাখা-উপশাখায়। এছাড়াও সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে নেওয়া হয়েছে নানা উদ্যোগ। রেমিট্যান্স প্রেরণকারী ও গ্রহীতার জন্য সহজ ও নিরাপদ হয়েছে ব্যাংকিং সেবা। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে অটোমেশান ও ব্যাংকিং সফটওয়্যারে আধুনিকায়নের মাধ্যমে সময়োপযোগী, গতিময় ও নিরাপদ ব্যাংকিং নিশ্চিত করছি আমরা। নিউজলেটারের বিভিন্ন লেখা, প্রতিবেদন ও বিবরণীতে এসব বিষয়গুলোই প্রতিফলিত হয়েছে।

গত সংখ্যার মতো এবারও বিভিন্ন শাখা-উপশাখা থেকে আইএফআইসি ব্যাংক-কর্মীদের পাঠানো নিজস্ব সৃজনশীল লেখা এই সংখ্যাকে সমৃদ্ধ করেছে। ব্যাংকিং প্রোডাক্ট ও সেবার গাণিতিক বিষয়ের সাথে আমাদের সহকর্মীদের পরিবারে জন্ম নেয়া নতুন মুখগুলোর ছবি আমাদেরকে আনন্দ দিয়েছে এবারের সংখ্যাতেও। কবিতা, গল্প ও স্মৃতিচারণমূলক অনুলেখা, এমনকি চিত্রাঙ্কনেও আমাদের সহকর্মীদের প্রতিভা প্রশংসার দাবি রাখে।

**'আইএফআইসি আমাদের কথা'**র এই সংখ্যাটি আপনাদের সবার কাছে ভালো লাগলেই আমাদের এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

সবাইকে ধন্যবাদ।

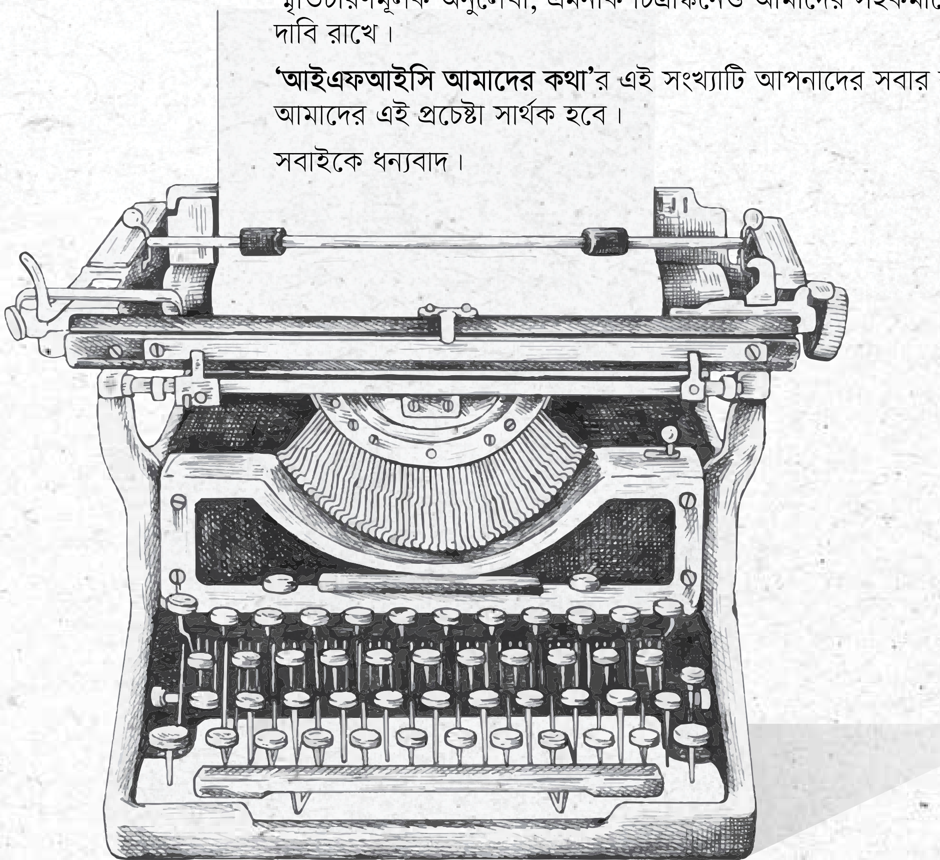

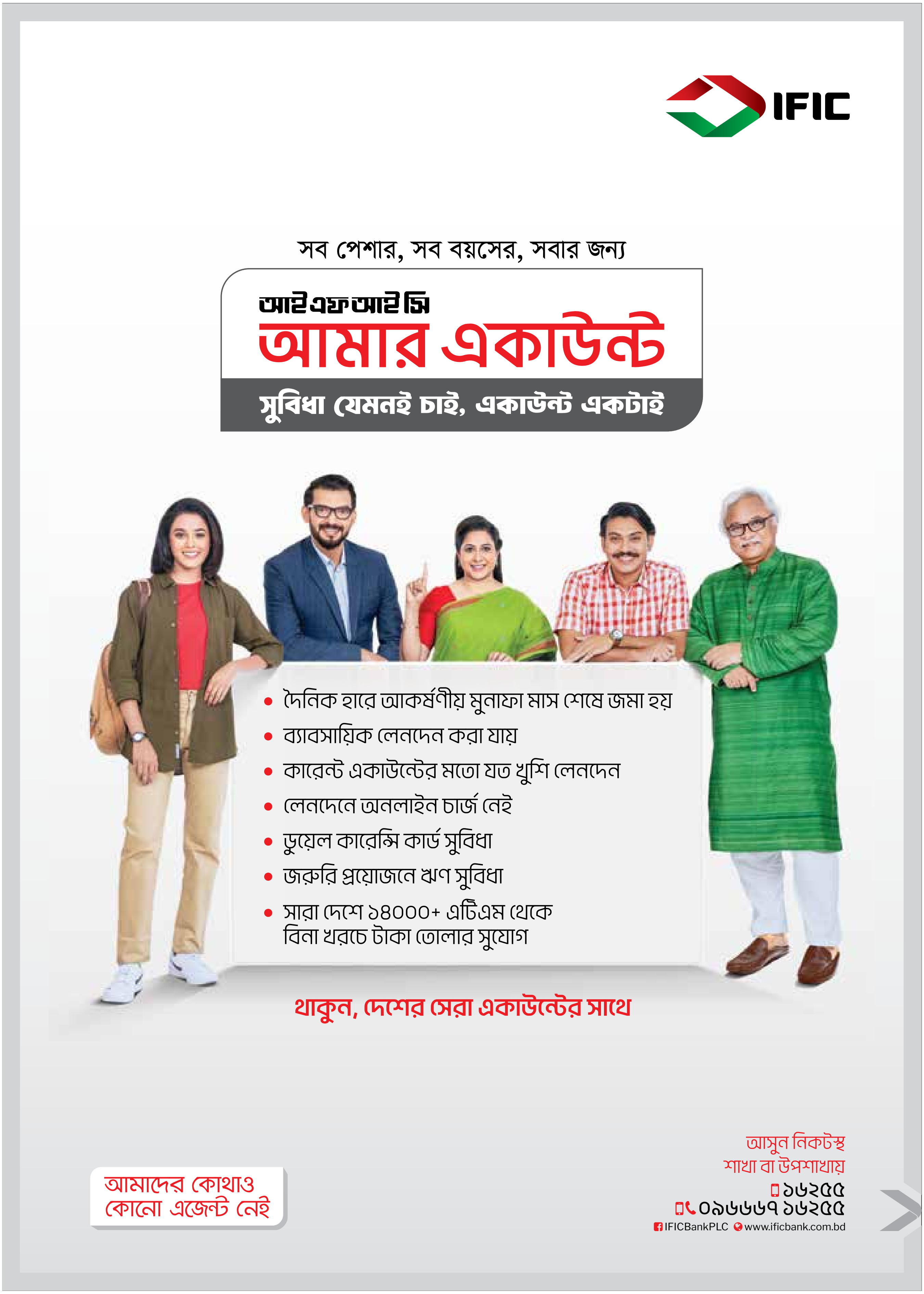
IFIC
সব পেশার, সব বয়সের, সবার জন্য
আইএফআইসি
আমার একাউন্ট
সুবিধা যেমনই চাই, একাউন্ট একটাই
দৈনিক হারে আকর্ষণীয় মুনাফা মাস শেষে জমা হয়
ব্যাবসায়িক লেনদেন করা যায়
কারেন্ট একাউন্টের মতো যত খুশি লেনদেন
লেনদেনে অনলাইন চার্জ নেই
ডুয়েল কারেন্সি কার্ড সুবিধা
জরুরি প্রয়োজনে ঋণ সুবিধা
সারা দেশে ১৪০০০+ এটিএম থেকে বিনা খরচে টাকা তোলার সুযোগ
থাকুন, দেশের সেরা একাউন্টের সাথে
আমাদের কোথাও কোনো এজেন্ট নেই
আসুন নিকটস্থ শাখা বা উপশাখায়
১৬২৫৫
০৯৬৬৬৭ ১৬২৫৫
IFICBankPLC www.ificbank.com.bd

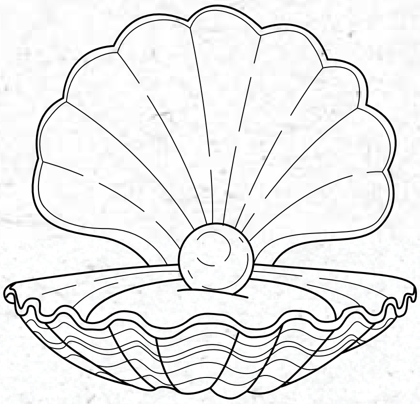

# ভেতরের পাতায়


৪ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী'র কথা

৬ আইএফআইসি হাইলাইটস্

১০ ক্রিয়েটিভ কর্নার

১৩ গল্প ও স্মৃতিচারণ

২৭ কবিতা

৩৭ ইভেন্টস্

৪৪ পরিবারে যারা এলো

৫১ যাদের হারিয়েছি

# ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী'র কথা

আইএফআইসি ব্যাংকের নিউজলেটার 'আমাদের কথা'র সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৩ সংখ্যা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ব্যাংকিং খাতে আইএফআইসি ব্যাংককে একটি নতুন মাত্রায় নিয়ে যেতে আমরা যেসব কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছি ও করছি, সেই বিষয়গুলোই আমি আলোচনা করতে চাই।

প্রতিবেশী ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে আইএফআইসি এক অনন্য ব্যাবসার মডেল স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। সারা দেশব্যাপী নিজস্ব কর্মী দ্বারা পরিচালিত ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক স্থাপনের মাধ্যমে বর্তমানে ব্যাংকিং নেটওয়ার্কের দিক থেকে আইএফআইসি ব্যাংক দেশের সর্ববৃহৎ ব্যাংক। ডিসেম্বর ৩১, ২০২৩ পর্যন্ত ১৮৬টি শাখা ও ১১৭৩টি উপশাখা নিয়ে আমাদের মোট ব্যাংকিং আউটলেটের সংখ্যা ১৩৫৯। এর ফলশ্রুতিতে এবছর আমাদের উপশাখার মোট আমানত ১০,০০০ কোটি টাকার মাইলফলক অর্জন করেছে। ডিসেম্বর ৩১, ২০২২ সালে আমাদের উপশাখা প্রতি গড় আমানত ছিল ৬.৩৯ কোটি টাকা, যা ডিসেম্বর ৩১, ২০২৩ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৯.০৫ কোটি টাকায়। উপশাখার এই সাফল্য আইএফআইসি ব্যাংকের মোট আমানতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে।

ডিসেম্বর ৩১, ২০২৩ পর্যন্ত আমাদের মোট গ্রাহক সাড়ে ১৩ লাখ, মোট আমানত ৪৪ হাজার ২০০ কোটি টাকা এবং মোট ঋণ ৪১ হাজার ৩০০ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে মোট আমানতের প্রায় ৬৮% ব্যক্তি পর্যায়ের আমানতকারীদের। আমাদের একটি অন্যতম প্রোডাক্ট হচ্ছে 'আইএফআইসি আমার একাউন্ট', যার ডিসেম্বর ৩১, ২০২৩ পর্যন্ত স্থিতি ১০ হাজার ৯০০ কোটি টাকা, যা ব্যাংকের মোট স্থিতির প্রায় ২৫% এবং একাউন্টের গ্রাহক সংখ্যা ৬ লাখ। আবাসন খাতে ঋণ প্রদানে আমাদের একটি ভিন্নধর্মী প্রোডাক্ট 'আইএফআইসি আমার বাড়ি' শীর্ষ অবস্থানে বিরাজ করছে। ডিসেম্বর ৩১,২০২৩ পর্যন্ত এই ঋণের স্থিতি ৯ হাজার কোটি টাকা, যা মোট ঋণের প্রায় ২২%। এই ঋণ সুবিধাটি সম্পূর্ণভাবে বন্ধকি সম্পত্তি দ্বারা সুরক্ষিত। আমরা দেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে তরান্বিত করার জন্য এনেছি 'আইএফআইসি সহজ একাউন্ট'। এছাড়াও আমাদের আছে সঞ্চয়ী স্কিম 'আইএফআইসি আমার ভবিষ্যৎ' এবং মেয়াদি আমানত প্রডাক্ট 'এফডিআর', 'এমআইএস' ও 'ডিআরডিএস'। আমরা খুব শীঘ্রই কনভেনশনাল ব্যাংকিংয়ের পাশাপাশি ইসলামিক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছি।

আইএফআইসি ব্যাংককে একটি অনন্য মাত্রায় নিয়ে যেতে আমরা একইসাথে তিনটি পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। প্রথমত, আমরা ইতোমধ্যে সারা দেশে শাখা-উপশাখা স্থাপনের মাধ্যমে গ্রাহকের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছি। দ্বিতীয়ত, ডিরেক্ট সেল্স এবং এবাভ দ্য লাইন মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে আমাদের প্রডাক্ট ও সার্ভিসগুলোকে গ্রাহকের কাছে পরিচিত করেছি। সম্প্রতি আমরা হেড অফিসে সেন্ট্রালাইজ্ড রিটেইল মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট স্থাপন করেছি, যার মাধ্যমে গ্রাহক সেগমেন্টেশান অনুযায়ী সারা দেশে গ্রাহকদের সাথে ভার্চুয়ালি (এসএমএস, ইমেইল অথবা ফোন কল) এবং বিভিন্ন অ্যাক্টিভেশান প্রোগ্রামের মাধ্যমে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করছি। যার ফলে আমরা চাহিদা অনুযায়ী আমাদের প্রডাক্ট এবং সার্ভিসগুলো গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দিতে পারছি। সব শেষে, আমাদের ডিজিটাল উপস্থিতিকে আরো যুগোপযোগী করে তোলার জন্য আমরা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এভাবেই 'দীর্ঘমেয়াদি টেকসই প্রবৃদ্ধি' ব্যাবসার মডেলকে আত্মস্থ করে আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

একটি প্রতিষ্ঠানকে সফলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতে অন্যতম ভূমিকা রাখে এর মানবসম্পদ। আমরা আমাদের মানবসম্পদের ক্ষমতায়ন এবং কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ক্রমাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে যাচ্ছি। এর সাথে সাথে আমরা ক্রমাগত প্রসেস রিইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে গ্রাহক সেবার মানকে উন্নত করে যাচ্ছি।

সম্মানিত চেয়ারম্যানসহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের যুগোপযোগী নির্দেশনা ও সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। একই সাথে আমার সহকর্মীবৃন্দকে তাদের অবিরত প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম অব্যাহত রেখে আইএফআইসি ব্যাংককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি সকলের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছি।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

**শাহ এ সারওয়ার**
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী
আইএফআইসি ব্যাংক

# আইএফআইসি ব্যাংক হাইলাইটস্

## ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস্ ডিভিশন

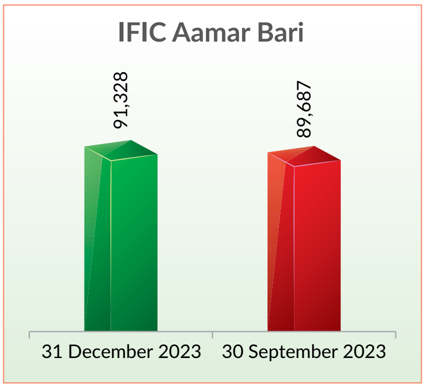


| Particulars | 31 December 2023 | 30 September 2023 |
|---|---|---|
| Total assets | 522,658 | 513,728 |
| Deposits | 442,170 | 434,149 |
| Loan & advances | 413,406 | 399,919 |
| Term Deposits | 221,842 | 207,080 |
| IFIC Shohoj Account | 6,167 | 5,643 |
| IFIC Aamar Bari | 91,328 | 89,687 |

ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন অনুসারে চতুর্থ প্রান্তিক শেষে ব্যাংকের মোট সম্পদের পরিমাণ ১.৭৪% বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫২২,৬৫৮ মিলিয়ন টাকা, যা বিগত প্রান্তিকের তুলনায় ৮,৯২৯ মিলিয়ন টাকা বেশি। একই সময়ে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ৮,০২১ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে চতুর্থ প্রান্তিক শেষে দাঁড়িয়েছে ৪৪২,১৭০ মিলিয়ন টাকা, যা বিগত প্রান্তিকের তুলনায় ১.৮৫% বেশি।

চতুর্থ প্রান্তিকে ব্যাংকের মেয়াদি আমানত ৭.১৩% বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান স্থিতি দাঁড়িয়েছে ২২১,৮৪২ মিলিয়ন টাকা। এছাড়াও ব্যাংকের ফ্ল্যাগশিপ প্রোডাক্ট 'আইএফআইসি সহজ একাউন্ট' ৯.২৮% বৃদ্ধি পেয়ে স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৬,১৬৭ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের আরেকটি ফ্ল্যাগশিপ প্রোডাক্ট 'আইএফআইসি আমার বাড়ি' তৃতীয় প্রান্তিকের তুলনায় ১.৮৩% বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৯১,৩২৮ মিলিয়ন টাকা।

# মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য

**আইএফআইসি ব্যাংকে নতুন নিয়োগ**

**২৩৩**

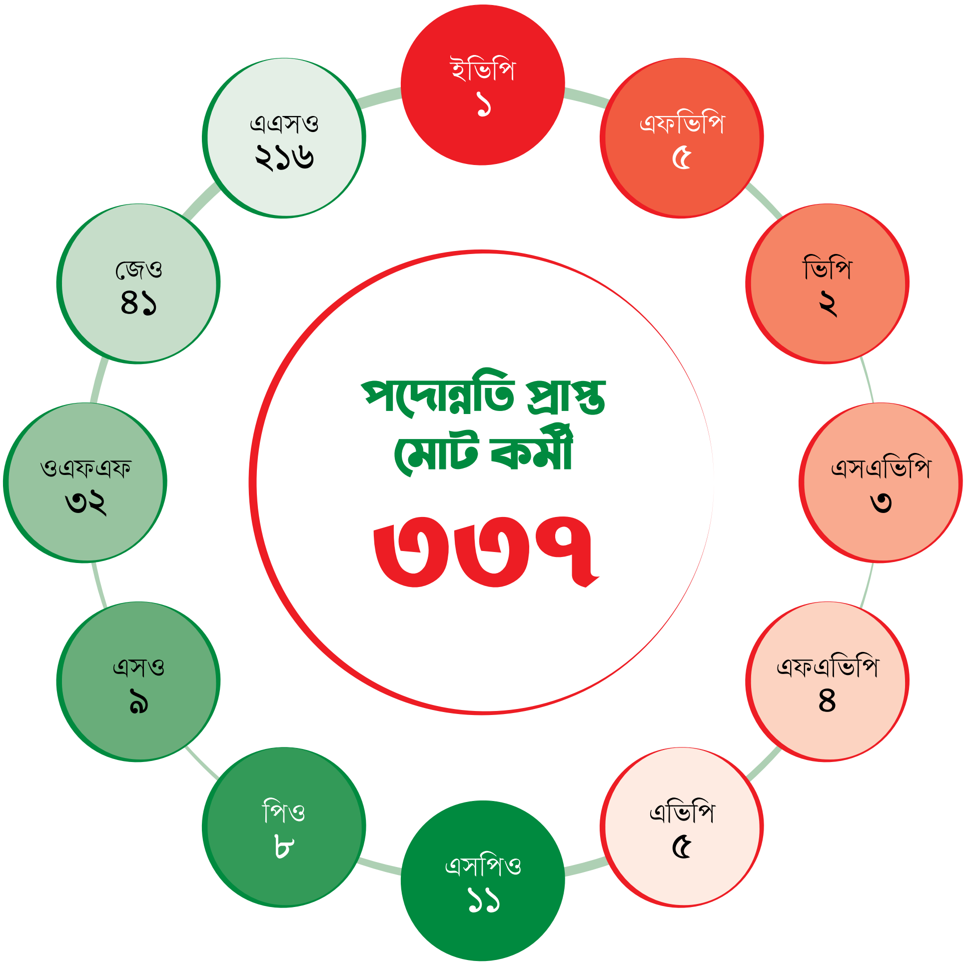

# মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ

আইএফআইসি ব্যাংক হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন ও ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের যৌথ উদ্যোগে বছরব্যাপী কোর ব্যাংকিং ও উৎকর্ষমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করে আসছে। এর অংশ হিসেবে বেসিক'স অব ব্যাংকিং, ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট, ট্রেড প্রসেসিং, কোর এম্পাওয়ারমেন্ট, টিম বিল্ডিং ও লিডারশিপ, ইফেকটিভ ব্রাঞ্চ ম্যানেজমেন্ট, লিডিং টিম-সহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম), বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংক'স, আইসিসি বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট, মালয়েশিয়ান ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, পুনে-সহ বিভিন্ন দেশি-বিদেশি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত।

এরই অংশ হিসেবে গত অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ সালে কোর ব্যাংকিং প্রশিক্ষণের আওতায় ৩১৮৭ জন কর্মী এবং উৎকর্ষমূলক প্রশিক্ষণের আওতায় ৬৮৮ জন কর্মী সরাসরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

## কোর ব্যাংকিং প্রশিক্ষণ এবং উৎকর্ষমুলক প্রশিক্ষণের কিছু মুহূর্ত

IFIC

# খুঁজে পেয়েছি পথ
# বুঝে নিয়েছি জীবন

আইএফআইসি পাশে থেকে নিশ্চিত করেছে
আমার আর্থিক স্বাধীনতা।
আমি এখন এগিয়ে যাচ্ছি নিজের মতো করে।

## নারীর অগ্রযাত্রায় আইএফআইসি

জীবন সাজায় : • 'আইএফআইসি আমার একাউন্ট'- কারেন্ট ও সেভিংস একাউন্টের লেনদেন সুবিধা এবং এফডিআর-এর মতো আকর্ষণীয় মুনাফা • 'আইএফআইসি সহজ একাউন্ট'- মাত্র ১০ টাকায় একাউন্ট খোলা যায় • 'আইএফআইসি আমার সুবর্ণগ্রাম'- উদ্যোক্তা নারীদের জন্য ঋণ সুবিধা • 'আইএফআইসি আমার বাড়ি'- দেশের সর্বাধিক বিতরণকৃত হোম লোন • 'আইএফআইসি সহজ ঋণ'- স্বল্প আয়ের নারীদের জন্য • 'আইএফআইসি আমার ভবিষ্যৎ'- নারীর স্বপ্নপূরণে বিশেষ ধরনের ডিপোজিট স্কিম

সময় বাঁচায় : • সারা দেশে, সবার পাশে ১৪০০+ শাখা-উপশাখা নিয়ে প্রতিবেশী হয়ে আছে আইএফআইসি ব্যাংক • ওয়ান স্টপ ব্যাংকিং সার্ভিস

সহজ করে : • প্রিয়জনের পাঠানো রেমিট্যান্স আসে বাড়ির পাশেই • দেশজুড়ে ১৪ হাজারের বেশি এটিএম থেকে টাকা তোলা যায় অনায়াসে • নগদ ও বিকাশের সাথে সহজেই লেনদেন • অনলাইন ফ্রিল্যান্সারদের জন্য বিশেষ ফ্রিল্যান্সার একাউন্ট • আর্থিক বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি, পরামর্শ ও প্রশিক্ষণে রয়েছে বিশেষ কর্মসূচি

▸ বিস্তারিত জানতে : ১৬২৫৫

# ক্রিয়েটিভ কর্নার

## রং-তুলির গল্প

**অমিত বিশ্বাস**
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৪২৯৬
মৌলভীবাজার শাখা, ঢাকা

**মারিয়াম সিদ্দিকা**
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৫৪৯৯
মিরপুর শাখা, ঢাকা

**জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য**
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬৬৬১
শান্তিরহাট উপশাখা, চট্টগ্রাম

**যারীন তাছনীম**
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৭৭৬০
ফেনী শাখা, ফেনী

**নুসরাত সিদ্দিকা তমা**
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯৩৬৮
লালদিঘী উপশাখা, চট্টগ্রাম

**তিথি প্রামাণিক**
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯৮৩৮
পলাশবাড়ি শাখা, গাইবান্ধা

## কমলা

**জুআয়রা হোসেন**

ফলের দোকানটার কিছুটা দূরে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে অনিক। এই সিজনে প্রায় সব দোকান ভর্তি টসটসে কমলা। ক'দিন ধরেই কমলা খেতে ইচ্ছা করছে ওর। মেসের হানিফ ভাই প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো ফল খান। অনিক ভাবে ওকে হয়তো কখনো জিজ্ঞেস করবে খাবে কি না! কিন্তু সেটা কখনোই হয় না।

অনিক দাঁড়িয়ে আছে ২ পিস কমলা কিনবে বলে। কিন্তু দোকানি কি ২ পিস কমলা বিক্রি করবে? অপমানিত হওয়ার ভয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ও। তাছাড়া দোকানে এই মুহূর্তে ৩/৪ জন ক্রেতা। তারা চলে গেলে ও সামনে যাবে বলে ঠিক করল।

রাত প্রায় ৯টা। ভাব সাব দেখে মনে হচ্ছে বিক্রেতা দোকান বন্ধ করে দিবেন। অনিক সামনে এগিয়ে গেল। কমলা হাতে নিতেই দোকানি আজমল শেখ বলল, "একদম ফেরেশ! কয় কেজি লাগবো?"

অনিক লজ্জায় পড়ে গেল। ও এসেছে মাত্র ২ পিস কমলা নিতে। তাও বলল, "দাম কত?"

"৩৩০ টাকা কেজি বেচি। ৩০০ রাখা পারুম। ২ কেজি দিয়া দেই?"

"২ পিস দেয়া যাবে?"

হতাশ হয়ে আজমল শেখ বলল, "আর কী নিবেন?"

"আর কিছু না" অনেকটা লজ্জিত সুরে উত্তর করল অনিক।

"আইচ্ছা লন। ২টার দাম আইছে ১১০ টাকা, আপনে ১০০ দেন।"

আজমল শেখের আন্তরিকতায় কিছুটা ভালো লাগল অনিকের। মেসে এসে কমলা দুইটা টেবিলে রাখল সে। ভাত খাওয়ার পরই একটা খাবে ভেবে গোসলে চলে গেল।

বেরিয়ে এসে দেখে হানিফ কিছুটা ছটফট করছে রুমের মধ্যে। অনিক বেড়োতেই বলে উঠল, "এতক্ষণ লাগে তোর গোসল করতে?"

"কী হইছে ভাই?"

"তর বাড়ি থেকে কতবার ফোন দিতেছে। খালাম্মার শরীরটা নাকি ভালো না। এখনি তোর গ্রামে যাওয়া দরকার।"

“কী হইছে মায়ের?”

“কথা খুব বেশি বলস তুই। চল জলদি।”

“আপনিও যাবেন?”

কী সমস্যা হলো বাড়িতে? ওর গ্রাম ঢাকা থেকে খুব দূরে নয়! শেষ বাসটা ছাড়ে রাত ১১.৩০-এ।

বাসে বসে আছে অনিক আর হানিফ। তাড়াহুড়োয় কমলা দুইটা টেবিলেই রয়ে গেছে। মনে পড়তেই মনটা খারাপ হলো ওর। এত শখ করে কিনেছিল!

বাড়ির গেট পেরোতেই দেখলো আলো জ্বলছে। বাড়ি ভর্তি অনেক মানুষ। এত রাতে এত মানুষ কেন? কী হয়েছে?

কিছুদূর এগোতেই খাটিয়াটা দৃশ্যমান হলো। পাশেই চেয়ার পেতে বসে আছে ওর রাশগম্ভীর বাবা। যাকে দেখলে ভয়ে ঠিক থাকতে পারে না অনিক। বাবাকে দেখে এমন লাগছে কেন? কেন মনে হচ্ছে দুনিয়ার সব কষ্ট মানুষটার বুকে?

অনিকের মা নেই আজ ৬ দিন। ৩ দিন পর থেকে মিডটার্ম। তার উপর টিউশন করানো ছেলেটারও পরীক্ষা। কাল অনিক ঢাকা চলে যাবে।

মেসে ফিরে প্রথমেই টেবিলের দিকে চোখ গেল অনিকের। কমলা দুইটা ঠায় পরে আছে সেখানে। সাইড দিয়ে পচন ধরেছে তাদের গায়ে। দেখে মনে হচ্ছে যেন নতুন জন্ম নেয়া কোনো ক্ষত। যেই ক্ষত এখন অনিকের বুকে। যেই ক্ষত তোলপাড় করে ফেলছে ওর সারা শরীর।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৫৯৫৯
কোম্পানি সেক্রেটারিয়েট, ঢাকা

## উল্টো রথের পিছনে চলেছে স্বদেশ (পর্ব ২)

**সৈয়দা মাহাবুবা শারমিন কলি**

লটারিতে দীপ্রর নাম ওঠেনি, রাষ্ট্রপতির বাসভবনের বাইরের কার্ডবক্সে সে বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র রেখেছিল। কিন্তু বিয়ের দিন দেখল রাষ্ট্রপতি তার বিয়েতে ঠিক হাজির। কিন্তু কীভাবে সম্ভব! দীপ্রর নাম না উঠলেও লটারিতে উঠেছিল ঋতু অর্থাৎ দীপ্রর স্ত্রীর নাম। রাষ্ট্রপতির জন্য দীপ্রর কেনা পাঞ্জাবিটা কাঁপাকাঁপা হাতে গ্রহণ করলেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি নিজেই, ওনার নাকি কারোর উপহার নিতে অস্বস্তি হয়, সরকার নির্ধারিত বেতনের বাইরের কোনো কিছুর ব্যাপারেই ওনার প্রবল আপত্তি। নেহাৎ ছেলেটা মনে কষ্ট পাবে বলেই নেয়া।

বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে বিদায়ের সময় দীপ্রর সে কী কান্না! বাবা-মা, নিজের ঘর, মিউজিক সিস্টেম, সাধের কেনা গাছগাছালি, নিজের হতে করা ওয়ালমেট, সর্বোপরি নিজের রুমটা ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে ঋতুর ঘরে। ওর কান্না দেখে কয়েকজন আত্মীয়স্বজনকে মুখ টিপে হাসতে দেখে ঋতু দিলো এক হুংকার, খবরদার! ওর কান্নায় আপনাদের হাসি পাচ্ছে? আপনারা কি মানুষ? আজ থেকে ওর সব দায়িত্ব আমার, ওকে কিছু মিন করা মানে আমাকে মিন করা। সো ইন্না রাস্কেলা মাইন্ড ইট! কারো মুখে কোনো রা নেই। দীপ্র মনে মনে খুব খুশি হলো, এতদিন যেমন স্বপ্নে দেখত ঘোড়ায় চড়ে কোনো রাজকুমারী ওকে তুলে নিয়ে যাবে, ঠিক যেন তেমনই। ঋতু দীপ্রর বাবা-মাকে কথা দিল সে ওর কোনো অযত্ন করবে না, এমনকি ওর সব প্রিয় গাছও কিনে দেবে। এটা শুনে দীপ্র আর তার আবেগ সংবরণ করতে পারল না। তার নরম হাতে শক্ত করে ধরে রইল ঋতুর জিম করা বাহু, যেন এখানেই সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। বিদায়ের সময় প্যান্ডেলের বাইরে এলাকার কিছু মেয়ে দেখা গেল। দীপ্র হ্যান্ডসাম হওয়ায় মেয়েগুলো ওকে উত্যক্ত করত পথে-ঘাটে। দীপ্রকে গাড়িতে উঠতে দেখে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ঋতুর অগ্নিদৃষ্টি উপেক্ষা করে আর পারল না।

অফিস থেকে জোর করে দু’দিন বাড়তি ছুটি দিয়ে দিলো, দীপ্র এত করেও ওর বসকে বোঝাতে পারল না যে ওর ছুটি চাই না। এদিকে চরিদিকে সাজসাজ রব বইছে। জাতীয় নির্বাচনে বিরোধী দলকে জয়ী ঘোষণা করেছে ক্ষমতাসীন দল, কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে সংসদে বিরোধী পক্ষ যেখানে বসে সেটা নাকি বেশি সুন্দর! এসবই বাহানা দীপ্র বোঝে, আসলে দুই দলের মধ্যে এত বেশি সখ্যতা যে তারা ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নেয়। নতুন সংসারে দীপ্র আপাতত শ্বশুরের থেকে নিত্য নতুন রান্নার আইটেম শিখছে, কাসেম টিভির প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান ‘সেরা সংসারী’ চ্যাম্পিয়ন হওয়া আপাতত তার মূল লক্ষ্য।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৪৫৬৬
পাঁচ্চর শাখা, মাদারীপুর

# বদলি অতঃপর ইতিবৃত্ত

**রেজওয়ানা হক**

আমাদের ব্যাংকিং ক্যারিয়ারে ট্রান্সফার বা বদলি খুব কমন একটি শব্দ। আমরা যে শাখায় যখন কর্তব্যরত থাকি জয়েনিংয়ের প্রথম দিকটা একটু এলোমেলো মনে হলেও ধীরে ধীরে সেই শাখার প্রতি, শাখার প্রতিটি মানুষের প্রতি, সর্বোপরি আমাদের গ্রাহকদের প্রতি একটা সম্পর্কের জাল বুনন হয়ে যায় আমাদের; প্রতিটি কর্মকর্তার মধ্যেই। ধীরে ধীরে সে জায়গাটা আপন হয়ে যায়, কেমন জানি একটা মায়ার জন্ম হয়। এরপর... গন্তব্যের পরিবর্তন হয়... আমরা পারিও বটে। এক জায়গা ছেড়ে আরেক জায়গায় গিয়ে আবারো আমাদের কর্মক্ষেত্রটাকে গুছিয়ে নিই আপন মায়ায়। এভাবেই চলতে থাকি, চলার পথে পরিচয় হয় অনেক মানুষের সাথে আর প্রতিবারই পুরানো শাখাকে ছেড়ে যাবার সময় কষ্ট হয়... কেন জানি মনে হয়, 'যায় দিন ভালো, আসে দিন খারাপ'। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় নতুন শাখায় গিয়ে আবারো নিজের কাজের প্রতি অদম্য ভালোবাসার জোরে আবারো সাজিয়ে ফেলি নতুন করে। কর্মক্ষেত্র বা কর্মপরিবেশের সাথে নিজেদেরকে ধীরে ধীরে খাপ খাইয়ে ফেলি। পারি না কেবল পরিবারের সকলের সাথে থাকতে। কখনো সন্তান ছাড়া, কখনো স্বামী ছাড়া বা কখনো স্ত্রী ছাড়া থাকতে হয়। এরপর হয়তো মনকে বুঝ দিতে হয় নিজের মতো করে।

জীবনে অনেক কিছুই ঘটে যায় আমাদের সাথে, যা কিনা তাৎক্ষণিক বোঝা না গেলেও প্রভাবটা দীর্ঘমেয়াদি হয়।

চলার পথে এমন কিছু মুহূর্ত আসে, যখন বর্তমানটাকে মনে হয় এর থেকে কেন ভালো কিছু হতে পারে না? কিন্তু যখন সে বর্তমান অতীত হয়ে যায়, তখন মনে হয় যা ছিল সেটাই তো ভালো ছিল!

একটা কথা আজ আমার খুব মনে পড়ছে, আমার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী আমাকে বলেছিলেন, কিছু কিছু সময়ে নাকি দূরত্বের প্রয়োজন হয়ে যায়, কিছু কিছু সময় নাকি কিছু মানুষ থেকে দূরে যেতে হয়, কারণ যখন দূরত্ব বেড়ে যায় তখন আসলে মনের ভেতরে থাকা সুপ্ত সত্য ভাবনা-চিন্তাগুলো প্রকাশিত হয়। কষ্টগুলো মনে করিয়ে দেয় আসলে কতটা ভালোলাগা আর ভালোবাসা ছিল, কতটা ছিল একাত্মতা। তবে কিছু কিছু বিচ্ছেদ অনেক বেশি কষ্টদায়ক হয়। চাইলেও সে বিচ্ছেদের সুর মস্তিষ্ক থেকে বিদায় নিতে চায় না। হৃদয় থেকে বলব না এজন্যই যে হৃদয় থেকে আসলে কখনো কোনো কিছু মুছে ফেলা যায় না। হৃদয় বা মনকে কন্ট্রোল করে আসলে মস্তিষ্ক। তাইতো বলা হয় মন ভুল করলেও মস্তিষ্ক যেন ঠিক থাকে।

আমরা আসলে মন থেকে ভাবি, মন থেকে করি, মস্তিষ্ক থেকে কিছু ভাবি না বা করার চেষ্টা করি না। আর তাইতো কিছু কষ্ট, কিছু কথা, কিছু ব্যথা সবার অগোচরে মনের গহীনে আবদ্ধ থেকেই যায়!!! চিৎকার করে বললেও কেউ শোনবার থাকে না। থাকে না কেউ বোঝার আর তাইতো নীরবে-নিভৃতে অশ্রুজল হয় একমাত্র সঙ্গী। কখনো কখনো এই কষ্টের মধ্যেই সাফল্য লুকায়িত থাকে, যা খুঁজে নিতে হয়।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৪৬০৭
শান্তিনগর শাখা, ঢাকা

# স্মৃতির ক্ষত

**দুলাল হোসেন**

টানা সোয়া ছয় ঘণ্টা দীর্ঘ যাত্রার পর নিজ গ্রামে পৌঁছালো আশফাক। বছর চারেক পর আবার ফেরা। মোটা গ্লাসের সাদা চশমাটা খুলে জমা ধুলাগুলো হাতের রুমালে মুছে ধীর পায়ে এগিয়ে চলে সে। এই চেনা পথ, বাড়িঘর, অর্ধ মৃত খাল আর মানুষগুলো গত এক বছরে যেন প্রায় আড়ালই হয়ে গিয়েছিল তার। চোখের সামনে আজ কত কথা! কত স্মৃতি! কত বিকেল! বিকেল গড়িয়ে রাত! আবার নতুন সকাল! এসব ভাবতে ভাবতেই তিন রাস্তার মোড়ের সামনে চলে আসে আশফাক। দূরের ট্রামলাইনের সাথে মিশে গেছে রাস্তার এ মাথা। ওপারেই তার বাড়ি। সেদিকে তাকিয়েই যেন ভেতরটা শূন্যতায় হাহাকার করে ওঠে তার। ক্লান্ত দেহে ফিরে ব্যাগপত্র রেখেই সোজা বেরিয়ে যায় সে। বাবা-মায়ের জন্য দরকারি কিছু জিনিস এবং কয়েক জোড়া কাপড়, ছেলের জন্য কিছু খাবার, খেলনা, স্ত্রীর জন্য পরম যত্নে কিনে আনা এক গোছা ফুল। আজ তার স্ত্রী শিরিনের চতুর্থ

মৃত্যুবার্ষিকী। বাড়ির সামনের কাঁচা রাস্তা দিয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে খালের পাশের উঁচু জমিটায় কবরটা। ফুলগুলো তার কবরের পাশে রেখে আর দাঁড়াতে পারে না সে। এতদিনে কবরের উপর কিছুটা লতাপাতা পরম যত্নে আশ্রয় নিয়েছে। বিশাল আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজেকে আজ বড়ই শূন্য লাগছে। এই চার বছরেও আর বিয়ে করেনি সে। দুই বছরের ছোট ছেলে শিহাব তার দাদা-দাদির কাছেই বড় হচ্ছে। ভয়াবহ এক রোড অ্যাক্সিডেন্টে সেখানেই মারা যায় স্ত্রী শিরিন। দিঘরকান্দার বড় রাস্তার ৬ নং ব্রিজের মাথায় উঠতেই বাস নিচের খাদে পড়ে যায় এবং সেখানেই প্রাণ হারায় শিরিন। চাপা পড়ে বাম পায়ের হাঁটুর একটু নিচ থেকে পুরোটা থেতলে যায় আশফাকেরও। একেবারেই অকেজো হয়ে যায় পা-টা। সেই থেকেই তার বাম পায়ের ভরসা রাখে একমাত্র ক্র্যাচ। সেদিনের সেই দুঃসহ স্মৃতি মনে পড়তেই চোখ গড়িয়ে জল পড়ে আবারো। চেনা সবকিছুর মাঝেও যেন আবারো অচেনা লাগে নিজেকে। পশ্চিম আকাশের সূর্যটা তখন লাল হতে শুরু করেছে। হয়তো আকাশটা জানে না তার হৃদয়ের রক্তক্ষরণটা যে তারচেয়েও লাল!!

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯২৭৮
দাপুনিয়া-ময়মনসিংহ উপশাখা, ময়মনসিংহ

## কোনো এক অজান্তে

**আল-আমীন আলিফ**

দুয়ারে দাঁড়িয়ে হঠাৎ মৃন্ময়ী দেখতে পেল দূরের বট বৃক্ষের আকাশে কালো মেঘ জমেছে। বটবৃক্ষখানা তাহার খুবই পছন্দের, অবশ্য এইটার নেপথ্যে একটি ঘটনাও আছে। সুদূর পানে বটবৃক্ষখানার দিকে তাকিয়ে তাহার ভাবনাখানা এমন যে, “সেই শৈশব থেকে কেমন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছো তুমি, কি এমন শিকলে বেঁধেছে তোমায় এই ধরনীর সাথে? এটা কি মায়া? এটা কি কোনো বাঁধন? নাকি বাধ সেধেছে আজীবন নিজের সুখ, ইচ্ছা, আশা, ভালোবাসা, আবেগ বিসর্জন দিয়ে অন্যের তরে ছায়া কিংবা পরের আশ্রয়ে নিস্তব্ধ থাকার?” কোনো ভাবেই যেন হিসেবটা মিলছেই না। সে ভেবে যায় এই বটবৃক্ষ কত কাল হলো পথচারীর বিশ্রামের আশ্রয়স্থল, কত নাম না জানা পরজীবীর আবাস, কত মায়ায় সকলকে আঁকড়ে ধরছে নিজের সাথে। অথচ তাহার এত অবদানের পরও তাহার উপর কোনো দয়া মায়া কিংবা যত্নের কোনো রেশ নেই। কত কাল হয়ে গেল আগাছা জমেছে, ঝড়ে ভেঙেছে শাখা-উপশাখা তবুও তাহার প্রতি এত অনাদর? এত অনীহা? এ কথা ভাবতে ভাবতে পিছন থেকে ডাক এলো, “হে গো কোথায় আছিস রে? বেলা তো হলো আয় এবার কাজখানা শেষ করে নে”। দু’পলক ফেলে গম্ভীর নিঃশ্বাস নিয়ে মুখ ফিরিয়ে বাড়ির আঙিনায় কাজে জুটে গেল সে। এদিকে বাড়িতে সারাবেলা কাজ করে সকলের নানান আবদার পূরণ করে ঘুমোনোর আগে নিজের কথা ভাবে মৃন্ময়ী। মনে বড় স্বপ্ন ছিল অজানাকে জানবে সে, মুক্ত বিহঙ্গের তো দেখবে এ ধরনী, নিজেকে প্রস্তুত করবে তারই মতো করে, পুস্তকের একটি আলাদা কামরায় বসে সারা জীবন পাড়ি দিবে জ্ঞানের বহর নিয়ে। কিন্তু যতবারই সে ব্যক্ত করেছে নিজের ইচ্ছা, পিছুটান হয়েছে তার দায়িত্ব, তার কর্তব্য আর সাথে এই সমাজের নানান বাক্য।

কারণ? কারণ সে যে এ বাড়ির বেটার বউ। সে নাকি এই বাড়ির বটবৃক্ষ, তাহার নাকি অনেক দায়িত্ব অনেক বাধ্যবাধকতাও, তাহার শিকড়েই নাকি আঁকড়ে আছে এই ঘর-সংসার। তাইতো বিসর্জন দিতে হচ্ছে নিজের চাওয়া-পাওয়া আর নিজেকে জ্ঞানের সাগরে ভাসিয়ে নিজের পায়ে কিছু একটা করবার মতো লালসা! মিলে গেল তাই না? সমাজের এই মৃন্ময়ীরাই সেই বটবক্ষ, যারা আজন্ম পরের তরে নিজেকে বিলিয়েছে কিন্তু বিনিময়ে পায়নি কিছুই। শুধু পেয়েছে বাধা, পিছুটান আর নিজের স্বপ্নকে কল্পনার জগতে বাস্তব হতে দেখার মিছে আশ্বাস...।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯৯০৫
ফুলবাড়িয়া উপশাখা, ময়মনসিংহ

## কাল চক্রের আবর্তনে বসন্ত

**কুমার গৌরব প্রান্ত**

বসন্ত!

আবার সেই বসন্ত।

কাল চক্রের আবর্তনে বারংবার ফিরে আসা সেই চির যৌবনা বসন্ত। কখনো শিশির ভেজা স্তব্ধ ভোরে স্নিগ্ধ আলোয় মাখা আবার কখনো ক্লান্ত বিকেলে পাখির কলরবে মুখরিত আবছা আলোয় সিক্ত এ বসন্ত।

বসন্ত হচ্ছে ভোরের স্নিগ্ধতা, বৃক্ষের পাতা ঝরা, শীতের শুষ্কতা, রোদের নমনীয়তা, নদীর মলিনতা, তরু ছায়ার বট বৃক্ষের ন্যায়।

যুগ যুগান্তরের পরিব্যাপ্তিতে নানা ছন্দে নানা কাব্যে নানা বাক্যে প্রজ্বলিত কবি-সাহিত্যিকের অক্ষরপত্রে। তবুও তাহা অতল মহাসাগরের ন্যায় অব্যক্ত আলেখ্য অলীক অস্ফুট।

বসন্ত এ যেন সমীরণের উন্মাদনা, বৃক্ষের নব্য সূচনা, প্রকৃতির পুনর্জন্ম।

বসন্ত যদি তাহার প্রজাপতির ডানায় স্নিগ্ধ শুভ্র সকাল তমসা জ্যোৎস্না ধারায় মলিন হতো, তবে তুষার আর্দ্র কোনো কাব্যকথার পাতায় নির্নিমেষ কল্পনায় কাঠগোলাপের ন্যায় ছড়িয়ে রইতো।

পরিশেষে আবার সেই বসন্ত, অমৃত ধারায় সঞ্চালিত দু'টি মানচিত্রের ব্যক্ত ব্যবচ্ছেদ।

বসন্ত, ইহা চির যৌবনা।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯৩১৪
ত্রিশাল উপশাখা, ময়মনসিংহ

## অ্যাপয়েন্টমেন্ট

**সালেহ আহম্মেদ ছামি**

রাত তখন নয়টা বাজে। নির্জন রাস্তা, দূর থেকে ভেসে আসা ল্যাম্প পোস্টের ক্ষীণ আলো অন্ধকারটা আরো স্পষ্ট করে তুলেছে। মফস্বল এলাকা, এই শীতকালে রাত নয়টা এখানে অনেক রাতই বলা চলে। অনেকদিন পরে অনিক এই রাস্তাটা ধরে এগুচ্ছে। কাছেই কোথাও একটা কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে। তীব্র শীতেও অনিক কুলকুল করে ঘামছে। অন্যরকম এক উত্তেজনা কাজ করছে অনিকের মাঝে। খবরটা শোনার সাথে সাথেই অনিক ঢাকা থেকে রওনা দিয়েছে। আপাতঃ মফস্বল শহর থেকে বেড়ে ওঠা অনিকের স্বপ্নের অনেকটুকুই আজ একসাথে পূর্ণ হলো।

আজ বাড়ি ফেরা প্রায় দু'বছর পরে। রাগ করে বাড়ি ছাড়া অনিক যে সংকল্প করেছিল, আজ তা নতুন উপলক্ষ্য এনে দিয়েছে বাড়ি ফেরার। সফিদুল সাহেব আর তার স্ত্রী ঘুণাক্ষরেও জানে না তাদের ছেলে আজকে বাড়ি ফিরবে। গতকালকেও মোবাইলে কথা হলো, কই অনিক তো কিছু বলল না। অনিক ভেবে পায় না, বাবা-মাকে কী করে বলবে। যে দিনটার জন্য তার অপেক্ষা বহুদিনের, সেই ক্ষণ আজকে উপস্থিত। অনিক জোর কদমে হেঁটে চলছে। তার ভাবনায় বারবার ফিরে আসছে তার ছেলেবেলা, তার কৈশোর, তার মায়ের মুখ। ভেসে আসছে তার সংগ্রাম; সংগ্রাম যা তার নিজের সাথে। অনিক হাঁটছে আর অন্ধকার চিঁড়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে।

কোনো এক প্রাচীন সুর তার কানে ভেসে আসছে, এক উজ্জ্বল ভোরের অপেক্ষা। যেমন বহুক্ষণ মেঘলা থাকার পর আকাশে ওঠা সূর্য। হাঁটতে হাঁটতে অনিকদের বাড়িটা দেখা যাচ্ছে, শেষ কিছুটা পথ যেন আর শেষ হতে চাইছে না।

আধাপাকা বাড়িটার দরজায় কড়া নাড়ার আগে কিছুটা সময় নিলো অনিক। মা-বাবা কি ঘুমিয়ে পড়েছে! তাই হবার কথা। কাঁপা হাতে দরজায় টোকা দিলো সে..ঠক ঠক ঠক... অনিক অপেক্ষা করছে দরজা খোলার...হাতে তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ...।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯৯৯৬
প্রগতি সরণি শাখা, ঢাকা

# চিলেকোঠার বাসায় ক্লান্ত বিকেলের গল্পেরা

**অম্লান পাল**

শহরের রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ চোখ আটকে গেল শ্যাওলা জমা এক তিনতলা বাড়ির ছাদে। কংক্রিটের শহরে এমন পুরোনো বাড়ির খোঁজ পাওয়া পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের দেখা পাওয়ার সমান বলা চলে। ঘর ভাড়া দেওয়া হবে দেখে মনটা বেশ উৎসুক হয়ে উঠল। কী জানি ভাড়ায় কুলোবে কি না... তবে এমন এক বাড়ি ভিতরে গিয়ে দেখার সৌভাগ্যই বা কম কীসের!

সদর দরজার আলতো নাড়া দিতে গিয়েই দেখি সত্তরোর্ধ এক বয়স্ক লোক বেড়িয়ে এলো। গায়ে ফতুয়া, নাকের ডগার মোটা ফ্রেমের চশমা... ঠিক যেন কয়েক যুগ আগের সময় আঁকড়ে ধরা মানুষ; ফিরে এসেছে এ যুগে কোনো এক অলেখা গল্পের ইতি কথা শোনাতে।

ভাড়ার কথা জিজ্ঞেস করতেই বলে উঠল, "শুনো গো বাবা, বাড়ির মালিক বহু আগেই বিদেশ চলে গেছে। মালিকের ছেলেমেয়ের খুব শখ এই পুরোন বাড়ি যেন না ভাঙে। একটা ঐতিহ্যের স্নিগ্ধ বাতাস পায় ওরা আসলে এখানে। আমি বাপু মালিকের সময় থেকেই বাড়ি দেখাশোনা করে আসছি। বড় বাবু গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছিল আমায়। বড্ড ভালো লোক ছিলেন উনি। বাড়ির সবাইকে নিজের আপন করে আগলে রেখেছিলেন। এখন নাতিপুতির টানে বিলেতে গিয়ে থাকেন। সময়-সুযোগ পেলে সবাই এসে এখানে এসে থাকেন। বাড়ি যেন হয়ে উঠে এক উৎসবের মহাসমুদ্র। তোমায় এত কথা বলছি, কারণ মালিকের এক কথা; চিলেকোঠায় ভাড়া দাও ঠিক আছে, বাড়ি যেমন আছে তেমনই থাকা চাই। ভাড়া বাবদ যা আসবে তা দিয়ে টুকটাক যা খরচ লাগে বাড়ির জন্যে খরচ করবে।"

শুনেই কেমন যেন আনমনা হয়ে গেলাম। এমন কংক্রিটের একলা শহরে এমন এক বাড়ি, যার পরতে পরতে এত গল্প, এত হাসি কান্নার সুর; এই ঘর কীভাবে হাত ছাড়া করা যায়!

ভাড়ার হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম। বড্ড বেশি ভালো লাগছে আজ। বেতনের টাকা পেয়েছি আজ। নতুন বাসারও খোঁজ পেলাম, সাথে থাকার বন্দোবস্ত। এবার পুরোনো বাজারে গিয়ে কিছু বই কিনতে যাওয়া চাই। বিকেলে অফিস থেকে বাসায় ফিরে চিলেকোঠার বাসায় বই নিয়ে চায়ের কাপে ডুব না দিলে পুরো বাড়ির বড্ড অপমান হয়ে যাবে নয়তো।

বন্ধের দিন আজ। ঘুম থেকে উঠতেই বেলা হয়ে গেল। শীতটা কমতে শুরু করেছে বেশ কিছুদিন ধরে। কিন্তু চাদরের নিচ থেকে ওঠা যে বড় দায়। সমরেশ মজুমদারের বই নিয়ে পড়া শুরু করলাম। দরজায় বিকেলের মিষ্টি রোদ আছড়ে পড়ছে। ক'টা জালালি কবুতর বাকুম বুকুম করে পুরো পরিবেশটা যেন আরও মোহনীয় করে তুলছে। হঠাৎ দেখি বুড়ো দাদুর ডাক। গ্রামে গিয়েছিল। আজই আসলো বোধ হয়। গুড়ের জিলেপি নিয়ে এসেছে সাথে। পুরো বাড়িতে আমরা শুধু দু'টো মানুষ থাকি। একদিনে বেশ ভাব জমে গেছে আমাদের দু'জনের মাঝে। গল্পে আড্ডায় সেদিন বলে উঠেছিলাম ছোটবেলায় গ্রামে গুড়ের জিলেপির কথা। দাদু ঠিক মনে রেখেছে সে কথা। ঠিক নিয়ে এসেছে আসার সময়।

টেবিল- শেল্ফে বইয়ের বাহার দেখে বেশ উৎফুল্ল হয়ে গেলেন। বলে উঠল- বড় বাবুর লাইব্রেরি ঘর নাকি আস্ত এক বইয়ের রাজ্য। রোজ বিকেলে এক কাপ চায়ের সাথে ডুবে যেতেন তার বইয়ের মাঝে। অসাধারণ আবৃত্তিতে পুরো বাড়িতে ছড়িয়ে দিতেন এক অসম্ভব সুন্দর বর্ণনাতীত সাহিত্যের সুর মালা।

বলতে না বলতেই গাড়ির হর্ণ বেজে উঠল। বিদেশ থেকে সবাই আচমকাই ঘুরতে এসেছে বাড়ির সবাই। বড় বাবুর শরীরটা আজকাল কিনা তেমন ভালো যাচ্ছে না। তাই কিনা এত দূর থেকে ভিটে বাড়িতে এসে আত্মার সাথে শিকড়ের মেল করাতে এসে গেলেন। ছোট বাচ্চাদের ছুটোছুটি, চিৎকার, হাসিখুশিতে মুহূর্তেই যেন নিস্তব্ধ বাড়ি ফিরে পেল হাজার বছরের পুরানো সে প্রাণ। হঠাৎ-ই শ্যাওলা জমা দেয়াল যেন বলা শুরু করল পুরানো গল্পকথা। কোথা থেকে এক ঝাঁক কবুতর এসে শেষ বিকেলের স্নিগ্ধ রোদমাথা ছাদটা জমিয়ে তুললো এক অপূর্ব ছন্দে। চিলেকোঠার ঘরে যেন নেমে এলো এক টুকরো স্বর্গ।

গতকালের বিষণ্ন বিকেলের ক্লান্তির সুর আজ ম্লান হয়ে গেল শেষ বিকেলের মিষ্টি হাসির ছন্দে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯০১৪
মাতারবাড়ি মহেশখালী উপশাখা, কক্সবাজার

# অস্তিত্ব

**মোঃ রোকনুজ্জামান**

কথাটা শুনেই মনটা খারাপ হয়ে গেল....

আজ সন্ধ্যায় মা ফোন দিয়ে বলল বাড়িতে সরকারি লোকজন এসেছিল। বাড়ির পাশের রাস্তাটা বড় করবে আমাদের কিছু জমি পড়েছে সেখানে। আর বাড়ির পাশের বড় গাছটাও কেটে ফেলতে হবে। 'গাছটা কেটে ফেলতে হবে' কথাটা শুনতেই বুকটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। কিছুক্ষণের জন্য কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই গাছটার সাথে আমার বাবার মায়ের...। কথাটা বলতেই মা'র স্বরটা ধরে আসলো...।

আমি বললাম আচ্ছা আমি কিছু করছি....

পরদিন আমাদের আঞ্চলিক সড়ক কর্তৃপক্ষের অফিসে গেলাম কথা বলার জন্য। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বললেন রাস্তা বড় করা হচ্ছে তো আপনাদের সুবিধার জন্যই, আর আপনি একটা গাছের জন্য এখানে এসেছেন, রাস্তার কাজে তো আরো হাজারো গাছ কাটা পড়বে....। ওনার কথা শুনে অফিসের অন্যরাও মুচকি হাসলেন। অবশ্য উনারা কী করে জানবে, গাছটা আমার অস্তিত্বের সাথে জড়িয়ে আছে...।

এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেল বিষয়টা একবারে ভুলেই গেলাম, মাও আর কিছু বলেনি। অফিসের কাজের চাপে অনেকদিন আর বাড়িতে যাওয়া হয়নি। ছুটিতে যখন বাড়িতে আসলাম...সবার

প্রথমেই নতুন রাস্তাটা চোখে পড়ল, বেশ প্রশস্ত রাস্তা, দেখে বেশ ভালো লাগল।

রাস্তা থেকে নেমে বাড়ির দিকে তাকাতেই বাড়িটা কেমন খালি খালি মনে হলো। সবকিছু ঠিক আগের মতোই আছে, তার মধ্যেও যেন কী একটা নেই।

বাড়িতে ঢুকতেই দেখলাম গাছের কাটা কাণ্ডটা মাটিতে পড়ে আছে, বুকের ভিতরটা কেমন যেন একটা মোচড় দিয়ে উঠল।

আমি যখন ছোট তখন আমি আর বাবা মিলে গাছটা লাগিয়েছিলাম। আমার শৈশব-কৈশোর সবটা সময় কেটেছে এই গাছটাকে ঘিরে। ঠিক আমার সাথেই গাছটার বেড়ে ওঠা... আমার বাবা গাছ অনেক পছন্দ করতেন।

সকালে যখন পাখিগুলো গাছটাতে বসে কিচিরমিচির শব্দ করত, বাবা আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলতেন। বারান্দায় বসে আমি আর বাবা পাখির কিচিরমিচির শব্দ শুনতাম। স্কুলের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা প্রায়ই গাছের নিচে ফল কুড়াতে আসত।

বাবা প্রায়ই আমাকে নিয়ে গাছের নিচে বসে গল্প শোনাতেন। বাবার শৈশব-কৈশোরের গল্প, বাবার জীবনের গল্পগুলো। দেখতে দেখতে কখন যে সময়গুলো কেটে গেল আর কখন যে সেই ছোট থেকে অনেকটা বড় হয়ে গেলাম ঠিক বুঝতেই পারলাম না। বাবা যখন বৃদ্ধ তখন আমি বাবাকে নিয়ে গাছের নিচে বসে আমার গল্প বলতাম, আমার জীবনের গল্পগুলো।

বাবার বলা কথাগুলো এখনো কানে বাজে.....

গাছটা লাগানোর সময় বাবা বলেছিলেন, "শায়ন একদিন হয়তো আমি থাকব না তবে এই গাছটা থাকবে, তখন গাছটা দেখলেই আমার কথা মনে পড়বে।" তখন কিছুই বুঝিনি কিন্তু আজ বুঝতে পারছি।

আজ বাবা নেই ...

অনেকগুলো বছরও পেরিয়ে গেছে। বাবার স্মৃতিগুলোও মুছে যাচ্ছে সময়ের সাথে, এই গাছটা দেখলেই বাবার স্মৃতিগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠত...। আজ গাছটাও আর নেই এই স্মৃতিগুলোও হয়তো অতল গহ্বরে নিষ্পেষিত কোনো এক অজানায় হারিয়ে যাবে।

সেই স্মৃতিঘন শৈশবটাও যেন এই নিষ্প্রাণ গাছটার মতো আজ মৃতপ্রায়। প্রশান্তির সবুজ ছায়াটাও আজ আর নেই। মাথার উপর শূন্য আকাশটাও যেন আরো অসীম শূন্যতায় মিশে একাকার হয়ে গেছে।

আচ্ছা প্রিয় জিনিসগুলোই কেন বার বার হারিয়ে যায়...?

প্রকৃতিও হয়তো চায় নতুনের পদধ্বনিতে মুছে যাক জরাজীর্ণ স্মৃতিগুলো।

হঠাৎ মা ভিতর থেকে ডাকল....শায়ন ঘরে আয় ।

সেদিন রাতে চোখে ঘুম আসেনি। রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে... সেই কাটা গাছটার গোড়ায় ঠায় অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম। একা নির্ঘুম নিঃসঙ্গ রাতে আমি ঠিক একা ছিলাম না, আমার পাশেই যেন বাবা দাঁড়িয়ে ছিলেন আর মাথার উপর ছিল সবুজে আন্দোলিত সেই গাছটা।

সকালে বেশ বেলা করে ঘুম ভাঙল। সকালের ঘুম ভাঙাতে পাখিগুলো আজ আর আসেনি।

মা বলল কিছু বাজার করে নিয়ে আয়। বাজার থেকে ফেরার পথে দেখলাম ভ্যানে করে একজন গাছের চারা বিক্রি করছেন...।

বাড়িতে ঢুকেই রিফাতকে ডাকলাম।

আমার হাতে গাছের চারা দেখে বেশ আগ্রহ নিয়ে দৌড়ে আসলো...।

রিফাতকে বললাম চলো দু'জন মিলে চারাটা রোপণ করে আসি। রিফাত বলল, আব্বু আমি লাগাব। বললাম, আচ্ছা তুমিই লাগাবে....

বাবার লাগানো গাছটার পাশেই আমি আর রিফাত চারাটা রোপণ করলাম..।

রিফাত বলল, বাবা গাছটা কবে বড় হবে?

বললাম, তোমার সাথে গাছটাও বড় হবে। আর অনেকগুলো পাখি আসবে এই গাছটাতে তোমাকে গান শোনাতে। আমার কথাটা শেষ না হতেই রিফাত দৌড়ে চলে গেল তার মাকে বলতে...।

প্রায় পড়ন্ত বিকেল...

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম চারাটার পাশেই...

ভাবছি সময়ের অজানা স্রোতে সবাই হারিয়ে যাব।

হয়ত কোনো এক নিসঙ্গ বিকেলে আমার ছেলেও আমার জায়গায় এসে দাঁড়াবে...।

মৃদু কম্পিত বাতাসগুলো তার কানে বলে যাবে আজকের এই উপলব্ধিগুলো।

হয়তো মনে পড়বে বাবার স্মৃতি...।

একে একে কেটে যাবে অনেকগুলো দিন, মাস, বছর। শুধু স্মৃতির ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে থাকবে এই গাছটা...।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৮৫০৩
মাধবপুর শাখা, হবিগঞ্জ

# লাবণ্যের অরণ্য

**মোঃ সোহাগ হাওলাদার**

বাইরে প্রচণ্ড ঝড়। বাতাসের শো শো শব্দ। ধমকা হাওয়া বইছে। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আচমকা একটি গাছ পড়েছে ঘরের ওপরে। এত জোরে বাতাস বইছে যে মনে হয় ঘর উড়িয়ে নিয়ে যাবে। খানিকক্ষণ পরপর ঘর আলোকিত হয় বিদ্যুৎ চমকানোর ফলে, সাথে বিকট শব্দ। যে শব্দের কাছে হার মানে সাজেদার চিৎকার। সাজেদা টিলায় চা পাতা তোলার কর্মী। রূপে অনন্য বলে তাকে সবাই লাবণ্য নামে ডাকে। লাবণ্যের আর্তনাদে হয়তো বনের পশুরও দু'চোখ বেয়ে অশ্রু পড়ত। কিন্তু তার এই আওয়াজ অন্যের কান অবধি পৌঁছাবে না। তার পাশে কেউ নেই, বিয়ের ৬ মাসের মাথায় বজ্রপাতে স্বামী মারা যায়। নিজের ভাগ্য যেমন তার প্রতিকূলে, তেমনি প্রকৃতিও কি তার শত্রু? হাসপাতালে নিয়ে যাবার অবস্থা যেমন নেই, তেমন নিয়ে যাবে এমন কেউ নেই অভাগীর। লাবণ্য মনে মনে ভাবছে- "আর আমাকে চা পাতা তুলতে হবে না, শুনব না লাবণ্য ডাক, পড়তে হবে না বদ পুরুষের লোলুপ দৃষ্টিতে। সৃষ্টিকর্তা আমায় তুমি নিয়ে নাও তবুও পেটের এই বাচ্চাকে পৃথিবীর মুখ দেখাও, তাকে এই মাটিতে খেলার সুযোগ দাও।" প্রসব বেদনার যন্ত্রণা বিধাতা একমাত্র যাকে অভিজ্ঞতা দিয়েছেন শুধুই সেই-ই বুঝতে পারে। লিখে বা বলে বোঝানো অসম্ভব। "ও মা" বলে সাজেদার আর্তনাদ গগনবিদারী চিৎকার। না, বাইরের মেঘের গর্জন শুনে ভয় পেয়ে এ চিৎকার নয়, সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখাতে যেয়ে দেয়া চিৎকারের কাছে সব তুচ্ছ। এ রাত যেন হাজার বছরের রাতের সমান। প্রতিটা সেকেন্ড মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে সাজেদা। বিছানা থেকে এপিঠ ওপিঠ করতে, ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল সাজেদা। তলপেটে চাপ লাগল, মুহূর্তেই মনে হলো লাবণ্যের- 'সন্তান হয়তো ভূমিষ্ঠ হয়ে চোখ মিলে তাকাবে না বুঝি, তোরে আমি হয়তো বাঁচাতে পারব না, মাফ করে দিস এই অপদার্থ মাকে। চরম মাত্রায় খিঁচুনি, দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে সব, শরীরের সব হাড় মনে হয় একটা করে ভেঙে ঢুকে যাচ্ছে। তার এই নিদারুণ যন্ত্রণার সাক্ষী শুধু কয়েকটি তেলাপোকা, ইঁদুর, ঝিঁঝিঁ পোকা, এদের যদি ক্ষমতা থাকতো হয়তো তারাও কিছু করত এই সময়। টিনের চালা থেকে বৃষ্টির পানি পড়তে শুরু করল। সমস্ত ঘর প্লাবিত বৃষ্টির পানি আর এই মায়ের চোখের জলে। লাবণ্যের আকুতি-বিধাতা আমায় শক্তি দাও, এই ব্যথা সহ্য করার"। সন্তান জন্মদানকালে নারীর অবস্থা কত যে সুখকর তা পুরুষদের বোঝাতে চীনের একটি শহরে কৃত্রিমভাবে পুরুষদের প্রসব বেদনার ব্যবস্থা করা হয়। মাত্র এক মিনিটেই কাবু হয়ে গিয়েছিল ঐ সব পুরুষেরা। অথচ প্রথম গর্ভবতী নারীকে এই ব্যথা ২৪ ঘণ্টা অবধি কোনো ক্ষেত্রে তারও বেশি সময় সহ্য করতে হয়। লাবণ্য কাতরাচ্ছে মাটিতে, এক হাত দিয়ে মাটি খামচে ধরে আছে, অন্য হাতে যে দা (বটি) মুঠো করে ধরেছে সে তা টেরই পায়নি। এ যেন লাল রক্তের ও বৃষ্টির জলের বীভৎস নৃত্য।

"হে পরম করুণাময় মৃত্যুকালে আমার শেষ আর্জি এই সন্তানের মুখে একটু কান্নার শব্দ আমাকে শুনতে দিও। এখানে ৯ মাস রেখেছি তো মায়া জন্মে গেছে।" না দেখে এমন অকৃত্রিম ভালোবাসা একমাত্র মায়ের পক্ষেই সম্ভব। ব্যথায় কাতররত এই মা হয়তো জানে না- প্রতি বছর গর্ভধারণ ও শিশু জন্মের জটিলতায় ৫ লাখ নারী মারা যায়, ৭ মিলিয়ন মা দীর্ঘমেয়াদি মারাত্মক সমস্যায় ভোগেন আর ৫০ মিলিয়ন মহিলা প্রসব পরবর্তীকালে স্বাস্থ্য হানিকর ফলাফলে ভোগেন। অনেক শিক্ষিত নারী আছে যারা মা হতে চায় না, মূলত এসব তথ্য জেনে ভয় পায় বলে। পড়ালেখা না জানা মায়ের ভালোবাসার তুলনা হয় না। পরিস্থিতি মানুষকে এমন কিছু করতে শেখায় যা সে আগে কখনই করেনি। লাবণ্য এখন নিজেই ডাক্তার, নিজেকেই হতে হলো নার্স। ভোরের সূর্য পূর্বদিকে উঁকি দিয়েছে হাসিমাখা মুখ নিয়ে, আরেকটি হাসিমাখা মুখ লাবণ্যের পাশে। কোলে তুলে নিয়ে ডাক দিল অরণ্য বলে। সমস্ত রাত উবুড় হয়ে বাচ্চার উপর ছাতা হয়েছিল লাবণ্য, যাতে করে নবজাতকের গায়ে এক ফোঁটাও বৃষ্টির পানি না পড়ে। মা যে ত্যাগ স্বীকার করে তার কতটুকুই বা সন্তান জানে অথবা জানতে পারে। বাইরের পৃথিবী গতরাতের ভয়াল ঝড় দেখেছে, কিন্তু কেউ কখনো জানবে না যে এরচেয়ে কতগুণে ভয়াবহ ঝড়ের মোকাবিলা করতে হয়েছে সাজেদাকে। এরপর থেকে লাবণ্যের সাথে দুইটি ঝুড়ি। বুকের ঝুড়িতে অরণ্য, পিঠের ঝুড়িতে চা পাতা। আর এমনি করে মা সবদিকে ভারসাম্য রক্ষা করে, আগলে রাখে নাড়ী ছেড়া ধনকে পরম মমতায়, ভালোবাসায়।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৫৫৩১
কাউখালি উপশাখা, ঝালকাঠি

## ওয়ান স্টপেই বাজিমাত

**মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান**

একটা উপশাখা চলবে দুইজন অফিসারের মাধ্যমে, কিন্তু সকল ব্যাংকিং কার্যক্রম করা যাবে। বিষয়টা কেমন একটা না! আরে ভাই, দেখবি কিছুদিন পর দুইজন টাকাপয়সা নিয়ে ভেগে যাবে। সেটা হতেই পারে কিন্তু দুইজন মিলে এত কাজ করা কি সম্ভব? টিএসও-কে নাকি ওয়ান স্টপ সার্ভিস দেয়া লাগে, সে-ই ক্যাশ রিসিভ করে, পেমেন্ট করে, ক্লিয়ারিং করতে হয়, একাউন্ট করতে হয়, সবকিছুই। ভাই এরা ক্যামনে যে কী করে!

ঠিক এমনই কথাবার্তা চলছিল পাশের সিটে বসে থাকা দু'জনের মধ্যে। মিরপুর ১০ থেকে পুরানা পল্টন যাবার উদ্দেশে বাসে ওঠার পর আমাকে ফর্মাল ড্রেসে দেখে পাশের সারিতে বসা একজন জিজ্ঞেস করল কোথায় যাচ্ছি। আইএফআইসি ব্যাংকে টিএসও পদে ফাইনাল ভাইভা দিতে যাচ্ছি বলার পর তাদের মধ্যে উপরের কথাবার্তাগুলো হচ্ছিল। সেগুলো কানে না নিয়ে আমি রিভিশনে মনোযোগ দিলাম। কিছুদিনের মধ্যে রেজাল্ট দিলো এবং আমি উত্তীর্ণ হলাম। শুরুতে একটি ব্রাঞ্চে পোস্টিং হলো এবং মাসখানেক পর উক্ত ব্রাঞ্চের একটি উপশাখায় পোস্টিং পেলাম (যদিও পরে আবার অন্য উপশাখায় ট্রান্সফার হয়েছিলাম)। ব্রাঞ্চে তো কয়েকজন টিএসও ছিল কিন্তু উপশাখাতে শুধু আমি। কিছুটা নার্ভাস ছিলাম একা একা কীভাবে কী করব। উল্লেখ্য, আমার ব্রাঞ্চের উপশাখাগুলোর মধ্যে আমাকে যেই উপশাখাতে পোস্টিং দেয়া হয়েছিল সেটার লেনদেন বেশি ছিল। তবে অফিসার ইন-চার্জ ভাইয়ার আন্তরিকতায় খুব অল্প দিনেই নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিলাম।

আমার উপশাখাটা রুরাল এরিয়াতে হলেও প্রায় ৮-৯টি অন্যান্য ব্যাংকের শাখা-উপশাখা ছিল। কয়েকটি ব্যাংকের উপশাখা থাকলেও সেখানে ৫-৬ জন অফিসার থাকত আর আমরা মাত্র দুইজন। শুরুর দিকে অনেকেই বলত এরা এজেন্ট, পরিপূর্ণ ব্যাংক না, টাকা নিয়ে পালায় যাবে, আরো অনেক কিছুই। এসব কিছু কানে না নিয়েই আমরা কাজ করতাম। ওয়ান স্টপ সার্ভিস এবং ইন-চার্জের (দুই উপশাখার) দক্ষতায় খুব অল্প সময়েই আমরা ঐ মার্কেটে টক অব দ্য মাউথ হয়ে গিয়েছিলাম। আশ্চর্যের বিষয় হলো অন্য ব্যাংকের ইন-চার্জ বা ম্যানেজারের ডেজিগনেশন ছিল এসপিও, এভিপি, এফএভিপি কিন্তু আমরা টিএও বা এও এবং এএসও। তাদের মতো অভিজ্ঞ অফিসারদের সাথে আমাদের প্রতিযোগিতা করতে হয়। বিষয়টা চ্যালেঞ্জিং না!

একদিন তো অন্য একটি ব্যাংকের ম্যানেজার বলেই বসলেন, ভাই আপনারা দুইজন মানুষে কীভাবে এত কিছু করেন? আপনারা কি রোবট? আমার ৪-৫ জন অফিসার মিলে কাজ করে তবুও সব কিছু গোছাতে হিমশিম খাই আর আপনারা মাত্র দুইজনে এত কিছু করেন। আপনারা যদি আরো অফিসার বাড়ান তাহলে তো মার্কেটে আমরা টিকতেই পারব না।

একজন টিএসও এবং ওআইসি মিলে এসপিও, এভিপি, এফএভিপি পদে থাকা অফিসারদের বিপক্ষে আমরা সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছি। ওয়ান স্টপ সার্ভিসেই বাজিমাত করছি আমরা।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৮৮৮১
নরুন্দী বাজার উপশাখা, জামালপুর

---

## পথে যেতে যেতে

**মো. আল-আমিন**

টানা তিনদিনের ছুটি। ট্রেনের ঘ-বগিতে করে কক্সবাজার যাচ্ছি। রাতেই আমাদের প্রায় চল্লিশ জনের একটা টিম রওনা দিয়েছে। উদ্দেশ্য তাদের সাথে একত্রিত হবো। সবাই লেখালেখির সাথে যুক্ত। ট্রেনে আমার সামনের সিটে এক অপরিচিত দম্পতি যাচ্ছেন। সাথে তাদের পাঁচ বছরের ছেলে আরাফ আর তিন কি চার বছরের মেয়ে আদ্রিতা। আদ্রিতা খুবই লাফালাফি আর দুষ্টুমি করছিল চলন্ত ট্রেনে। জিজ্ঞেস করলাম, কী নাম তোমার? তুমিতো অনেক দুষ্টুমি পারো! আর কী কী পারো তুমি? গল্প? ও আদ্রিতার তখন লজ্জায় মরি মরি অবস্থা। সে মায়ের পাশে গিয়ে চুপ করে আমার দিকে তাকায় আর মিটিমিটি হাসে। আদ্রিতার স্নেহময়ী জননী বললেন, আংকেলকে তোমার নাম বলো। আর বলো তুমি কী করতে পারো। আরাফ বসে বসে আমাদের কথা শুনছিল। আদ্রিতা তার নাম বলল, আর বলল- আমি গল্পও জানি। বললাম, তাই নাকি! আমাকে একটা গল্প শোনাবে? তখনই আরাফ লাফ দিয়ে ওঠে- আমিও পারি। আমিও গল্প বলব। পরিচিত হলাম আরাফের সঙ্গে। শুরু হলো চলন্ত ট্রেনে চার-পাঁচ বছরের দুই শিশুর ভাঙা আর অপরিপূর্ণ বচনে গল্প বলা ও শোনা। তাদের গল্প শুনতে ভাবনায় ডুব দিই। স্বল্প কয়েক কেজির দু'টো মাংসপিণ্ড।

অথচ তার ভিতরে লুকিয়ে আছে জগতের সীমাহীন বৈচিত্র্য। কী মধুর কলকল মুক্তো ঝরা হাসি। আধো-আধো কথা। এ যেন সপ্ত আকাশের আরশে আজিম থেকে ভেসে আসে। তাদের সুকোমল স্পর্শ আর মায়াময় চাহনি নিমিষেই হৃদয়ে প্রশান্তি বয়ে আনে। সে জন্যই হয়তো হেনরি ওয়ার্ড বলেছিলেন, "শিশুরা হচ্ছে এমন কিছু হাত, যার দ্বারা আমরা স্বর্গ স্পর্শ করতে পারি"। এসব ভাবতে ভাবতেই অনুভবের মরা নদীতে ভাবনার জোয়ার আসে। বুঝতে পারি, মানুষ কেন সংসারী হয়, কেন জগতের সমস্ত কিছু পায়ে দলে সন্তানের কাছে ছুটে যায়। ওদের গল্প শুনতে শুনতে গন্তব্যে প্রায় পৌঁছে গিয়েছি। ওদের বাবা-মা শুধু অবাক হয়ে দেখলেন- অপরিচিত এক যুবকের সঙ্গে ছোট্ট দু'টি শিশু কীভাবে আনন্দে সময় পার করে দিয়েছে। অবশেষে দু'জনকে স্নেহসিক্ত বিদায় দিয়ে গন্তব্যে রওনা হলাম।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯০৯৪
মেহের কালিবাড়ি উপশাখা, চাঁদপুর

## পুরানো টি-শার্ট

**রিয়াজুল ইসলাম**

এবার প্রায় ছয় মাস পরে বাড়িতে আসলাম।

চাকরির সুবাদে দুই বছর ধরে ঢাকায় থাকা হয়। সরকারি চাকরির বয়স যখন প্রায় শেষ তখন ১৬ গ্রেডের এ চাকরিটা জীবনের মোড়টা অনেকটাই পাল্টে দিয়েছে। যাই হোক অনেকদিন পর বাড়িতে এসে প্রথম দিনটা ঘুমিয়েই কাটালাম। বিকালে ঘুম থেকে উঠতেই ছোট বোন বলল সাজু এসে নাকি আমাকে খুঁজে গিয়েছে, ঘুমিয়ে ছিলাম তাই বিরক্ত করেনি। সাজু দূর সম্পর্কের চাচাতো ভাই, আমাকে খুব মান্য করে, প্রয়োজনে আমাদের বাজার সদাই করে দেয় মাঝে মধ্যে। পড়াশোনা তেমন শেখেনি। একটা গ্যারেজে কাজ করে। অনেকদিন পর মা আমাকে পেয়ে কী খাওয়াবে তাই নিয়ে খুব ব্যস্ত। মাত্র চার দিনের ছুটি। এর মধ্যে কোন দিনে কোন কোন মেন্যু হবে সব ঠিক করে ফেলল। সন্ধ্যায় একটু বের হলাম। পুরানো সেই শহর, যেখানে জন্ম হয়েছে, বেড়ে উঠেছি। যেখানে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো পার করেছি সেই শহরটাকে কেমন যেন অচেনা লাগছিল। দুই বছরেই শহরটা কেমন পাল্টে গিয়েছে। যে শহরের প্রতিটা ধুলো কণা আমার মুখস্থ, আজ সেই শহরেই নিজেকে অতিথির মতো মনে হচ্ছে। চাইলেই সেই আড্ডা দেয়ার মানুষগুলোও আজ আর নেই। যে যার কাজে ব্যস্ত। কর্মের তাগিদে কেউ শহর ছেড়েছে কেউ দেশ ছেড়েছে। একা একা কিছু সময় হাঁটলাম। সেই পুরানো মার্কেট, সেই পার্ক, সেই নদীর ঘাট। সেখানে কত অহরহ স্মৃতি। প্রিয় মানুষটার সাথে কাটানো সময়, যে সময়গুলো স্মৃতিতে চাপা পড়ে গেছে হুট করে তারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। বিষণ্ন লাগল খুব। তাড়াতাড়ি বাসায় চলে আসলাম। রাতে খাবার টেবিলে মা কথা প্রসঙ্গে বললেন, "সাজু কবে থেকে ঘ্যান ঘ্যান করছে তোর কিছু পুরানো জিন্স প্যান্ট আর টি-শার্ট যেন ওকে দেই। এবারের শীতে তোর একটা হুডি আর চেক সোয়েটারটা দিয়ে দিছি। শুধু শুধু আলমারি ভরে রেখে লাভ কী!" মনটা খারাপ হয়ে গেল। বললাম, মা তুমি তো জানো চেক সোয়েটারটা আমার কত প্রিয়, আমার টিউশনির টাকায় কেনা প্রথম সোয়েটার ওটা। আমাকে না বলেই দিয়ে দিলে? রাতে আর খাওয়া হলো না। টেবিল থেকে উঠে গেলাম। পরদিন সকালে সাজু এসে হাজির। ওর জন্য নিউ মার্কেট থেকে দু'টা জিন্স এনেছিলাম। ফোনে ওকে আগেই বলেছিলাম। সেজন্যই খুব আগ্রহ নিয়ে বারবার আমাকে খুঁজছিল। প্যান্ট পেয়ে সে মহাখুশি। এরপর কাঁচুমাচু স্বরে বলল, "ভাইয়া তোমার কিছু পুরানো টি-শার্ট যদি আমাকে দিতে, জানো তো যে কাজ করি তাতে কী পরিমাণ প্যান্ট-শার্ট নষ্ট হয়। আর সেদিন দেখলাম আলমারিতে তোমার কিছু টি-শার্ট শুধু শুধু পড়ে আছে। তোমার তো মনে হয় না ওগুলা আর পরা হবে।" বললাম, আচ্ছা দেখি। দুপুরে খাবার পর আলমারি খুললাম। ভাজ করা পুরানো টি-শার্টগুলো বের করলাম। স্পর্শ করতেই কত শত স্মৃতি মনে পড়ে গেল। বেশিরভাগ টি-শার্টই আমার টিউশনির টাকায় কেনা আর কয়েকটা ছিল নওরিনের দেয়া। নওরিন মেয়েটা খুব ভালোবাসতো আমাকে, আমিও বাসতাম। বিভিন্ন অকেশনে ও আমাকে টি-শার্ট উপহার দিতো। মনে পড়ে যাচ্ছে সেই ভার্সিটি লাইফের কথা। নওরিনের সাথে কাটানো সময়ের কথা। কী একটা উদ্যম ছিল তখন। নতুন নতুন প্রেমে পড়েছি। মনের মধ্যে তখন অন্য রকম ফুরফুরে অনুভূতি। এই টি-শার্টগুলো পরেই তখন পুরো শহর দাপিয়ে বেড়াতাম। হৈ হুল্লোর আর আড্ডা আর নওরিনের সাথে চুটিয়ে প্রেম, এভাবেই কাটছিল সময়। হঠাৎ সব কিছু কেমন ম্লান হয়ে গেল। নওরিন আমার জীবন থেকে চলে গেল। সেদিন প্রচুর কান্না করেছিলাম। বেঁচে থাকার কোনো ইচ্ছেই ছিল না। মা তখন আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, "যা যাবার তা যাবেই, চাইলেই কি সবকিছু ধরে রাখা যায়? এই যে দেখ আমি তোর বাবাকে হারিয়ে তোদের আঁকড়ে বেঁচে আছি। শত চেষ্টা করেও তো তাকে বাঁচাতে পারিনি। শুধু শুধু মায়া আঁকড়ে ধরে লাভ কী!" আজ বারবার

মায়ের সে কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে। সত্যি তো পুরানো ঘড়ি, পুরানো বাড়ি, পুরানো আসবাব সবকিছুর প্রতিই আমাদের কত মায়া জন্মে, কিন্তু একদিন না একদিন আমাদের তো সেগুলো ছাড়তে হয়। সেদিন মায়াটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলাম বলেই ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছিলাম। নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে এখন তো বেশ আছি। হঠাৎ কাঁধে মায়ের হাত টের পেলাম। মা বলল, তাহলে ওগুলো ব্যাগে দিয়ে দিচ্ছি নিয়ে যা। ঢাকায় বসে মাঝে মাঝে পরবি। আমি বললাম, ধুর মা কী যে বলো। বেশিরভাগ সময় তো অফিসেই থাকতে হয়। এসব পরার সুযোগ কই।

পরদিন সকাল ১১ টার গাড়ির টিকেট কাটা হলো। ঢাকা ফিরব। সকালবেলা সাজুর বাড়ি চলে গেলাম। একটা ব্যাগে করে পুরানো সব টি-শার্ট আর জিন্স। ওকে দিয়ে বললাম এগুলো নষ্ট করিস না। এগুলা আমার খুব প্রিয়। যতটা সম্ভব একটু যত্নে রাখিস। তখন সামান্য ক'টা পুরানো টি-শার্টকে মনে হচ্ছিল যেন আমার সারা জীবনের সঞ্চয়। বুকটা কেমন ভারী হয়ে আসছিল। সাজু মৃদু হাসি দিয়ে বলল, চিন্তা করো না, কাজের পর যখন ঘুরতে বের হবো এগুলো তখন পরব। খুব যত্নে রাখব।

মা আর বোনের থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠলাম। গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। টি-শার্টগুলোর কথা মনে পড়তে বুকের ভেতরটা কেমন হুহু করে উঠল। পরক্ষণেই মনে হলো ঠিকই তো মায়া জমিয়ে রেখে লাভ কী। তাতে শুধু কষ্টই বাড়ে। এখন আমার টি-শার্টগুলো নতুন মালিক পেয়েছে। যে ওদের যত্নে রাখবে যেমন পেয়েছে নওরিন, তার নতুন মানুষ। শুধু শুধু আমরা মায়া পুষে রাখি, পিছুটান আমাদের আগামীর পথে পদে পদে বাধার দেয়াল তুলে দেয়।

গাড়ি ছুটে চলেছে। ঘড়ির দিকে তাকালাম। দেখলাম সেকেন্ডের কাঁটা তরতর করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে আর আমার জীবন থেকে প্রতিটা সেকেন্ড কেমন করে অতীত হয়ে যাচ্ছে। আমি ছুটে চলেছি আগামীর দিকে সেখানে কী আছে তা জানি না।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৭৫০৪
বাবুগঞ্জ উপশাখা, বরিশাল

## আইডি কার্ডের আত্মকহন

**তারজিনা রহমান**

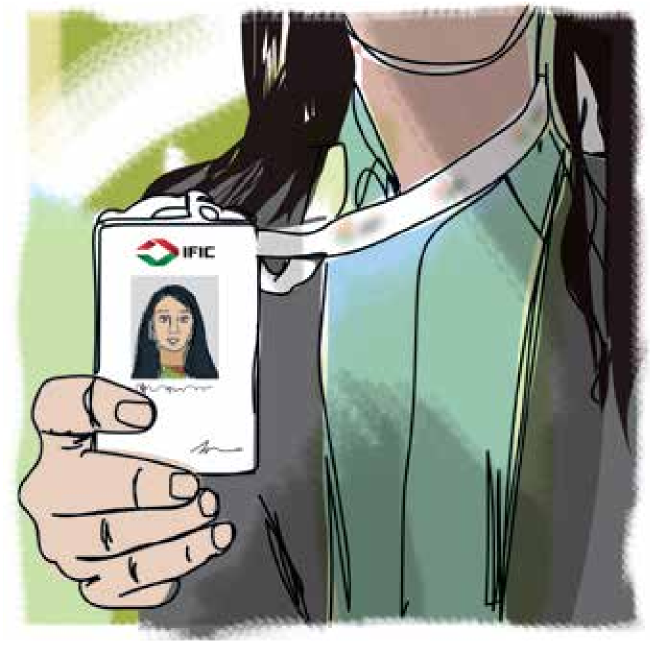


সবেমাত্র বিসিএস কোচিংয়ের ৭ মাস পেরিয়েছি আর চাকরির পরীক্ষা দিয়ে চলছিলাম। হঠাৎ এক কাজিনের ফোন এলো, জব করবি? বললাম জবের লড়াইয়ে নেমেছি, তো করব না কেন?! ভাইয়ের কথা মতো ইন্টারভিউ দিতে যেয়েই প্রতিষ্ঠানের প্রেমে পড়ে গেলাম, এত ভালো লেগেছিল যে বিসিএস কোচিং অগ্রাহ্য করেই জয়েন করলাম। ১৪ই আগস্ট ২০১৮.... আইএফআইসি ব্যাংকের হেড অফিসের একটা মিটিং রুমে চুপচাপ বসে আছি। দু'জন সিনিয়র স্যার রুমে ঢুকলেন। একজন আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন আপনি কোন পোস্ট-এর জন্য সিলেক্ট হয়েছেন জানেন? আমি তখনও বিস্তারিত জানতাম না। তারপর বললেন জব পেয়ে ছেড়ে দেওয়ার সম্ভাবনা আছে? শুধু বলেছিলাম বেটার অপরচুনিটি পেলে সুইচ করতে পারি। দু'জনের মধ্যে একজন স্যার শুনে হালকা হাসি দিয়ে বললেন.....আমাদের এখানে 'টিএসও'-এর সার্কুলার দেয়, চেষ্টা করো ওখানে। ব্যস এটুকুই.. স্যারের সেই দুই লাইনের মূল্যবান কথাটি মনে গেঁথে গিয়েছিল।

আমি ইন্টারভিউ শেষে ওইদিনই জয়েন করেছিলাম 'ফ্রন্ট ডেস্ক এক্সিকিউটিভ' হিসেবে। একসেস কন্ট্রোল অ্যাডমিন ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে। শুরু হলো আমার কর্পোরেট জীবন। সকাল ৯টা ৩০ মিনিট থেকে আমাদের ডিউটি শুরু হয়ে যেত, সামনে দিয়ে সিনিয়র স্যার ম্যাডামদের ট্রান্সটাইল ক্রস করে লিফটে উঠে যেতে দেখতাম এটা ছিল আমাদের রোজগেরে দিন শুরুর চিত্রপট। সারাদিনে নিচে বসে কাজের ফাঁকে অফিসারদের দেখতাম আর ভাবতাম অফিসারদের লাইফস্টাইল কত সুন্দর। সব থেকে চোখ আটকে গিয়েছিল জব আইডি কার্ড দেখে। মনে হতো আমাদের আইডি কার্ড এমন ন কেন! নিজের মধ্যে লুকায়িত স্পৃহা জাগল, এই আইডি কার্ডটা যদি আমি পেতাম। উপায়ও পেয়ে গেলাম, 'টিএসও' সার্কুলার দিল। যথারীতি অ্যাপ্লাই করলাম এবং সফলতার সাথে রিটেনের আগেই বাদ পড়ে গেলাম। তারপরও মাথার মধ্যে শুধু ঘুরপাক খেত সাধের আইডি কার্ড। ২য় বার আবার অ্যাপ্লাই করে যথারীতি শেষ ধাপ পর্যন্ত পৌঁছলাম, জয়েন করলাম আলহামদুলিল্লাহ। ট্রেনিংয়ে শেষ দিন আমাদেরকে দেওয়া হলো সেই আকাঙ্ক্ষিত জব আইডি কার্ড। ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ যেই স্যার এই কার্ড সবাইকে দিচ্ছিলেন, আমার হাতে দিতেই তিনি বলেছিলেন আপনার সেই 'আকাঙ্ক্ষিত কার্ড'।

তখন আমার আম্মু বেঁচে ছিলেন, আইডি কার্ড পাওয়ার যে কী আনন্দ সেটা ফোনেই প্রথম আম্মুকে জানিয়েছিলাম। আজ অবধি সেই কার্ড আঁকড়ে ধরে আছি। চেষ্টা করি এই জব আইডি কার্ডের কখনো যেন অবমাননা না হয়। সৎ এবং নিষ্ঠার সাথে যেন এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে যেতে পারি।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৪৯১৮
যশোর বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (জাস্ট) উপশাখা, যশোর

## আত্মকথন

**শায়লা আলবিন নিঝুম**

হাসতে হাসতে আপনার ভিতরে হয়ে যাওয়া রক্তক্ষরণের খবর কেউ কি রেখেছে?

রেখেছে কি কেউ আপনার টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া স্বপ্ন, বিশ্বাস, আশার খোঁজ!

নিয়েছে কি কেউ খবর, ছিটকে ছিটকে পড়ে থাকা ইচ্ছে, স্বপ্ন, বিশ্বাসদের জোড়াতালি দিয়ে আবার এক করার সেই সময়গুলোর!

খুব গোপনে কেউ কি জানতে চেয়েছে, কেমন আছেন আপনি? কী চান, কীভাবে চান? কেউ জানতে চায় না!

ঠিক যখনই আপনি নিজেকে একটু একটু করে গুছিয়ে নিয়ে আলো ছড়াতে শুরু করবেন, ধীরে ধীরে আপনার সংস্পর্শে এক, দু'জন করে আসতে শুরু করবে। তারা আপনাকে শুনতে চাইবে, জানতে চাইবে, আবিষ্কার করতে চাইবে! কিন্তু ততদিনে আপনি নিজেকে আড়াল করার মন্ত্রটা শিখে যাবেন, নিজেই নিজের শক্তি হয়ে উঠবেন, নিজেই নিজের ভরসা হয়ে উঠবেন। সবার সাথে হাসিখেলার পরও আপনি নিজের জন্য নিজেকে খুঁজবেন। কারণ, তখন আপনার সব থেকে প্রিয় সময় পার হবে নিজের সাথেই। নিজের সাথেই নিজেকে তুলনা, নিজেকেই নিজে মোটিভেট করা, ভুল-ঠিক খোঁজা, নিজেকে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙেচুরে নিজের কাছেই প্রকাশ করতে পারলেই যেন আপনি সব থেকে বেশি শান্তি অনুভব করবেন, সব থেকে বেশি সুখী মনে হবে নিজেকে। দিন শেষে যখন আপনি সফল, তখন কেবল সবাই অধীর আগ্রহে আপনার অতীত জানতে চাইবে! তখন হয়তো আপনার চোখ ঝাপসা হয়ে আসবে, অনেকগুলো মুহূর্ত মস্তিষ্কে ঘুরপাক খাবে, অনেকগুলো মানুষের চেহারা ভেসে উঠবে! আর সেখান থেকে কিছুটা আপনি শেয়ার করবেন! বাকিটা ভেবেই আপনার ভিতর থেকে মুচকি হেসে উঠবেন! ঝাপসা চোখ, মুচকি হাসি আপনার অজান্তেই আপনার না বলা অনেক কিছুই প্রকাশ করবে, আপনি অন্যরকম সুখ অনুভব করবেন! আপনার বার বার মনে হবে, সেদিন টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া আপনাকে জোড়া লাগাতে কেউ আসেনি। কিন্তু, আজ সেই টুকরো হয়ে যাওয়ার গল্প শোনার সে কী আগ্রহ সবার! জীবনে এটার জন্যই হয়তো এতদিন নিজেকে টিকিয়ে রেখেছিলেন! এরপর নাই হয়ে গেলেও প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের পরেও কেউ হয়তো মধ্যরাতে আপনার কথা শুনে নিজেকে জোড়া লাগানোর, আবার গুছিয়ে তোলার সাহস পাবে। আর আপনি এভাবেই নিজেকে টিকিয়ে রেখে আরও অনেক জনের কাছে বেঁচে রইবেন তাদের বাঁচিয়ে। জীবনে এর চেয়ে সুন্দর কিছু আর হতে পারে না!

তাই নিজেকে টিকিয়ে রাখার শুরুটা নিজেকেই করতে হবে। কারণ, আপনার ক্ষতটা ঠিক কতটুকু আপনি আর আপনার স্রষ্টা ছাড়া এ পৃথিবীর কেউ কোনোদিন বুঝতে চায়নি, বোঝেনি, এমনকি বুঝবেও নাহ!

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯৪৪৭
মুন্সেফ বাজার উপশাখা, চট্টগ্রাম

## আমার ব্যাংকার হয়ে ওঠা

**সাইফুর রহমান**

লিখতে বসেই মনে পড়ে গেল চাকরি পরীক্ষার প্রথম দিনের কথা। আমার লিখিত পরীক্ষা হয়েছিল কারওয়ান বাজার শাখায়। যে টেবিলে বসে পরীক্ষা দেবো তা একটু গুছিয়ে নিচ্ছিলাম। কিবোর্ড সরাতেই হঠাৎ এক খণ্ড কাগজে আমার চোখ আটকে গেল। কেউ একজন আগামীদিন অফিসে এসে কী কী করবেন, তা সযত্নে লিখে রেখেছেন। মনের অজান্তেই মুচকি হেসে উঠলাম। কী ছেলেমানুষি! পরে অবশ্য তা উনার কিবোর্ডের নিচে সযত্নে রেখে দিয়েছি। যা হোক পরীক্ষা দিয়ে আসার পথে ভাবছিলাম, মানুষ কী মন ভোলা! আমি নিজে বিভিন্ন বিষয় হরহামেশাই ভুলে যাবার দরুণ বিষয়টি নিয়ে আমি বেশ আত্মতৃপ্ত হয়েছিলাম। উপরের গল্পটি বলার প্রকৃত কারণ পরে বলছি। পরবর্তীতে চাকরিটি পাই এবং ৩১ অক্টোবর যোগদান করি। আমাদের সময়ে যোগদানের পরই অনলাইনে ইনডাকশন ট্রেনিং হতো। যা হোক ট্রেনিংয়ের পর প্রথম দিন অফিসে ঢুকতে ১ মিনিট দেরি হয়ে যায়। ওই দিন স্যার বেশ বকাও দিয়েছিলেন। এভাবেই আমার শুরু হয় আমার ব্যাংকিং ক্যারিয়ার এবং ছাত্র থেকে চাকুরিজীবী হয়ে ওঠা। সকালে কখনোই অ্যালার্ম ছাড়া ঘুম ভাঙতো না। আর এখন নিয়মিত সঠিক সময়ে ঘুম ভেঙে যায়। এখানে ১০টা মানে যে ১০টা, ১০.০১ নয়। ব্যাংকিং আমাকে সময়ানুবর্তিতা শিখিয়েছে। কারো ব্যক্তিগত তথ্য যে তার খুব কাছের মানুষের কাছেও বলা যাবে না। এটাই যে ব্যক্তিগত তথ্যেও গোপনীয়তা! সামান্য কাটাছেড়া যে সামান্য নয়, চেকের ক্ষেত্রেতো এটা ম্যাটেরিয়াল অলটারেশন। এখানে দুষ্টু লোকের খারাপ মতলব থাকতে পারে, তাই সেখানে অবশ্যই হিসাবধারীর সই থাকতে হবে। ব্যাংকিং আমাকে শিখিয়েছে যাচাইয়ের তীক্ষ্ণতা, স্পষ্টবাদিতা। আমাকে যে আচরণে হতে হয় আরো বেশি সহনশীল, সবাই যে আমার সম্মানিত সেবাগ্রহীতা। নিয়ম, সে তো সবার জন্যই সমান। তাইতো আমি আমার বাবার ডব্লিউ এলসি চেক করি। যা হোক আজকের কথা বলি, আসার সময় কিবোর্ডের নিচে ছোট এক টুকরো কাগজ রেখে এসেছি। আগামীকাল সকালে খুলে দেখতে হবে। আমি প্রায়শই কারওয়ান বাজারে আমার সহকর্মীর মতো অনেক কিছু ভুলে যাই। এই যাত্রা আমাকে পরিপূর্ণ মানুষ করেছে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬৯৩০
মনিহার বাসস্ট্যান্ড উপশাখা, যশোর

# পদ্মফুল

**ইফতেখার হোসেন চৌধুরী**

ক্লাসরুমে শিক্ষকের অকারণ প্রহার শেষে নিজের সিটে গিয়ে বসল সরোজ;
শিক্ষকের প্রস্থানের দেরি না হতেই মুখ দিয়ে এক গালমন্দ এসে ভরে দিলো সারা কামড়াজুড়ে, বেঞ্চিতে মুষ্টির থাবা ঘেষে;
আমাকে এখানে দোযখে রেখে সে সুখে থাক বউ বাচ্চা নিয়ে,
এমন পিতা আমার শত্রুরও যেন কপালে না জুটে গিয়ে।

সরোজের মাথায় হাত বুলিয়ে থামাতে বন্ধু প্লাবন,
অমন কথা আর মুখেও আনিসনে বন্ধু, পিতা যে বড় আপন।

দুপুর বেলায় ক্যান্টিনে খাবার সমেত বসে বিরক্তির চেয়ে সরোজ,
মনে পড়ছে আমার মায়ে রাধতো, কতো মজা করে দিতো খাইয়ে যেন আমার পেট ভরাতেই তার গরয।
মরেছে, বেস করেছে রেখে দিয়ে গেছে এই নরকে,
তীব্র গালিতে পিতা-মাতার ক্ষোভ ঝেড়েছে সরোজ প্রতিদিনকার মতোই ধুকে।

জবাবে প্লাবন ফির বলে যায় ‘মা’ যে সৃষ্টির সেরা দান,
মনে রাখিস বন্ধু, দূর থেকেও তোকে দেখে বসে কাঁদছে সে মহাপ্রাণ।
আর জেনে নিস পিতা-মাতা বিনা পৃথিবীর আর কেউ নেইকো আপন,
সবে লোক দেখায়ে ছলনার ছলে দেখাতে স্বর্গ স্বপন।

বিকেল বেলা হোস্টেল মাঠে পায়চারী ক্ষণে সরোজ পুছিল প্লাবনকে,
দেখিনি কভু তোর পিতা মাতাকে,
বহুতো ভালো বলে যাস তাদের, গল্প করেছিস অনেক।
আসতে কেবল তোর বোন এসেছে ঝকঝকে রঙিন সাজে চুপটি চুপটি মেরে,
দেখার বড় ইচ্ছা জাগে,
শুনতে কথা তোর মহাপ্রাণ পিতা-মাতার মুখটি নেড়ে।

জবাবে প্লাবন, ঠিকাছে তবে এবারের ছুটিতে নিয়ে যাব তোকে মোর শৈশবের ধারে,
কতো রংছটা দেখেছি সেথায় সত্য মিথ্যার খেলায় প্লাবিত প্লাবনের দরবারে।

অতঃপর সময় এলো প্লাবনের পিতা-মাতার সাথে দেখা করবার,
বিদ্বেষী সরোজ গুছিয়ে গোছা রওনা হলো প্লাবনের সহিত দুর্বার।
বহুক্ষণের ভ্রমণ শেষে, অবশেষে থামল দুজন,
দেখে নিষিদ্ধ এক নগরীর ধারে শুধু আসা যাওয়া শত বেটাজন।
সরোজ প্লাবনকে প্রশ্ন রাখে এ কোথা নিয়ে এলি,
নাকি বহুদের পর আসাতে রাস্তা ভুলে গেলি।

ভুলিনি রাস্তা ভুলিনি কিছুই এই মোর শৈশব বাটি,
ওই দেখ, ওই আবর্জনা ধারের গোরস্থানেই দিয়েছি মাকে মাটি।

নিশ্চুপ সরোজের স্তব্ধ শরীরী বিলাপ ঘামে ঘামে ঝড়তে শুরু করল,
মনে পুশে, শত কোটির এই পৃথিবীর মাটিতে প্লাবনের মার কি শুধু এই জায়গাই মিলল?

মাতা মোর সমাজের সুস্থ নয়কো, নয় সমাজের গৃহীত
সমাজের তাদেরই সুখের স্বাদের, আবার তাদেরই মুখের ঘৃণীত।
দেখ, তারা কত আসছে হাসছে স্বাদের মায়ায় প্রবাহিত,
কিছু দিয়ে যায় সাথে রেখে যায় কত শত প্লাবন লুকায়িত।

অতঃপর সরোজে দেখায়, ওই দেখ ওই ঝুপড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে লাল ঠোঁটে ওই নারীকে আমার লাগছে চেনা,
জবাবে প্লাবন, আর কেউ নয় সে! প্রিয় বোনটি আমার কিছুদের মধ্যেই হবে কেনা।

সরোজের চোখে ঝাপসা পৃথিবী, এ কেমন খেলা বিধাতার,
সমাজ পতিদের মিলনায়তনে এ কেমন সুপ্ত প্লাবন সমাচার।

একটু সামনে হেঁটেই সরোজকে প্লাবন দিলো থামিয়ে,
কিরে এত কেন লজ্জা পাচ্ছিস ভাই দেহ গিলা তোর ঘেমে।
বহু কষ্টে সরোজের মুখে দুটি কথা মিলল নেমে,
মিনমিনিয়ে পুছল প্লাবনকে তোর জন্মদাতা কোন খুনে?

জবাবে প্লাবন! ঠিক এখানটায় শিশুকালে কেঁদে একাকার, মায়ের কাছে রেখেছিলাম দাবি
পাষাণী তুই অভাগী তুই আমার বাবাকে আজ দেখাবি।
জবাবে মাতা মলিন হেসে আঙুল দেখিয়ে বলে,
এদিকে যত পুরুষের হানা, যত পতির আনাগোনা, এখানের কেউই হয়তো কভু তোর বাপ হয়েছিল ভুলে।

সরোজের মাথায় আকাশ যেন ভেঙ্গে পড়ল,
কেমনে প্লাবনকে বিধাতা তার আপন বাটে নিয়ে গুছালো!
যেন শত বছরের হাজারো বিষাদ তার এক নিমিষেই হারালো কূল,
তীব্র আবেগে জড়িয়ে ধরে প্লাবনকে! এমন কেমনে বাঁচতে শিখেছিস ওরে পদ্মফুল।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৮৯৫৪
বোয়ালখালী শাখা, চট্টগ্রাম

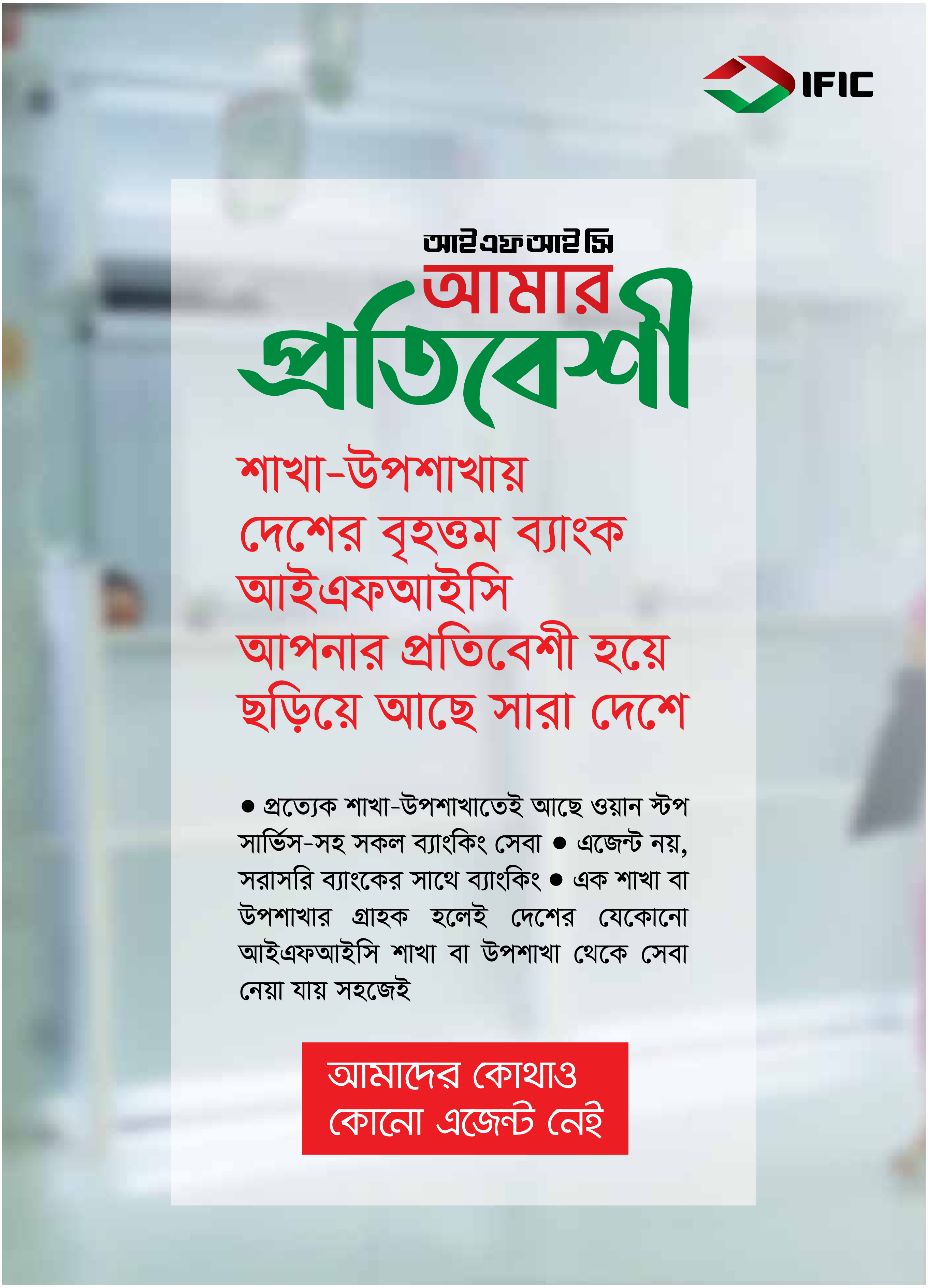
IFIC
আইএফআইসি
আমার প্রতিবেশী
শাখা-উপশাখায়
দেশের বৃহত্তম ব্যাংক
আইএফআইসি
আপনার প্রতিবেশী হয়ে
ছড়িয়ে আছে সারা দেশে
● প্রত্যেক শাখা-উপশাখাতেই আছে ওয়ান স্টপ সার্ভিস-সহ সকল ব্যাংকিং সেবা ● এজেন্ট নয়, সরাসরি ব্যাংকের সাথে ব্যাংকিং ● এক শাখা বা উপশাখার গ্রাহক হলেই দেশের যেকোনো আইএফআইসি শাখা বা উপশাখা থেকে সেবা নেয়া যায় সহজেই
আমাদের কোথাও
কোনো এজেন্ট নেই

# কবিতা

## কেশপ্রেমিক

**মো. কামরান হাসান**

মনে পড়ে?
একদিন কাঠের টেবিলে
রেখেছিলে কেশবন্ধনী খুলে।
সেদিন বড়ই চৌকশে
লুকিয়েছিলাম বন্ধনী নিমিশে।
আমি যে এক নির্লজ্জ,
ঐ খোলাচুল আমায় করেছে বেশরম।

বেণির বাঁধনে কেন আঁকড়ে রাখো?
একবার নিজেকে আয়নায় দেখো।
গোমড়া আয়না লুটিয়ে পদতলে
প্রার্থনায় রয় 'বাঁধন দাও খুলে'
বিলিয়ে দিয়ে ঐ চিরুনী,
অনাবৃত কর ঐ কালোকেশ,
ছড়িয়ে দাও রূপের আবেশ
অন্ধকারের আলোতে ভরে উঠুক এই ধরণি।

মিনতি করি তোমার কাছে,
খসে পড়া তোমার যত কেশ
দান করিও আমায়।
ছিড়ে ফেলে সব সুতো
সেলাই বাঁধব ঐ চুলে।
যতনে রাখো, সোহাগে রাখো, আগলে রাখো বেশি
এ সম্পদের অধিকার,
তোমার চেয়ে আমার অনেক বেশি।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬৩৯২
কাহালু উপশাখা, বগুড়া

## শুধু তোমারই কারণে

**সাঈদুল হাসান**

অন্ধকারে বসত আমার,
আলোর খোঁজে মন;
মনপাড়ারই কালোর মাঝে,
আলোরই বন্ধন।

সেই আলোতে ঝাপসা সকল,
বন্ধু-আপন-জন;
আমার আমি'র চাইতে কেহ,
স্পষ্ট নেই এখন।

তবুও আমি হাতড়ে মরি,
নিজেরই সন্ধানে;
আমার ভেতর আমিইবা কই,
আছিইবা কোনখানে?

কোনোখানে নেইতো আমি,
আবার আছিইতো সবখানে;
দ্বিধার মাঝে সমাধা কারা,
কারাইবা তা জানে!

উত্তরেতে প্রশ্ন খুঁজি,
প্রশ্নেরই কী-ইবা মানে;
আমার এমন ছন্দপতন,
শুধু তোমারই কারণে....।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬৭০১
রাঙ্গুনিয়া উপশাখা, চট্টগ্রাম

## নাম

**বিপুল নন্দী**

আইএফআইসি আমাদের প্রতিবেশী
আমরাও তাই আইএফআইসির
সাথেই আছি।
আইএফআইসি গ্রাহকের মনের
ভাষা বোঝে,
গ্রাহকেরাও তাই আইএফআইসির শাখা
উপশাখা খোঁজে।
আইএফআইসি ও গ্রাহকের
ভালোবাসার বন্ধন,
হোক চিরন্তন!
অটুট ভালোবাসার বন্ধনে
আইএফআইসি জেগে থাকুক
সবার মনে মনে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৫৯৬৬
শাহজাদপুর-সিরাজগঞ্জ উপশাখা, সিরাজগঞ্জ

## বসন্ত আগমন

**রবার্ট বিলিয়ম বাড়ৈ**

তোমার জন্য সাজিল
আজিকে কুঞ্জ,
ফুলে ফুলে আজ
ভরিয়া উঠিছে পুঞ্জ।

ভ্রমরেরা আজ মাতিয়া উঠিছে;
ফাগুন হাওয়ায় ছুটিয়া চলিছে;
ফুলেতে ফুলেতে ঢলিয়া পড়িছে
লভিতে মকরন্দ।

বসন্তের এই মাতাল হাওয়ায়
দরজা তব বন্ধ!

আঘাত করিয়া গৃহের দ্বারে
ছুটিয়া আস কুঞ্জ পরে,
তোমাতে আমাতে হইবে দেখা
জোছনা ঝরা ফাগুন রাতে।

দূর মধুরো বাঁশির সুরে
হৃদয় মোদের ওঠে ভরে,
হারিয়ে যাবে দুঃখ-ব্যথা
ক্ষণিক সুখের ঘোরে।

এমপ্লয়ি আইডি : ৮৯৫৪
বাড়ৈখালি বাজার উপশাখা, মুন্সীগঞ্জ

## অলৌকিক ইচ্ছে নয়

**প্রদীপ চন্দ্র দাস**

অসীম দূরত্ব, কেবল শারীরিকভাবেই,
অথচ অন্তরাত্মা তো একই বিন্দুতে!
অটল ও অবিচল ভালোবাসাবাসিতে,
অতৃপ্ত নই কখনোই তাকে অনুভব করতে,
অসম্ভব সুন্দর আমার বন্ধুত্বের পৃথিবী,
অনেক মন্দ চরিত্রের মানুষের বাসও সেখানে!
অথচ কি আশ্চর্য মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসার কারণে
অদৃশ্য হতে থাকল নিন্দুকেরা।
অন্তত পূর্ণ মাত্রার আত্মবিশ্বাস থাকলেই,
অজস্র কাল বন্ধুত্বের কাব্য রচনা সম্ভব!
অমিত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন সম্ভব!
অক্টোপাসের ন্যায় যদি লেপ্টে থাকা যায়,
অনন্ত কাল চলবে এমন ভালোবাসা মাখামাখি যদি,
অন্তরে না জন্মে ক্ষীণ অবিশ্বাস ।
অবিশ্বাস শব্দটাকে কখনোই প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না,
অদম্য এমন ইচ্ছে থাকবে মৃত্যু অবধি!

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৩১৭১
প্রগতি সরণি শাখা, ঢাকা

## আক্ষেপ

**সুব্রত সাহা**

তার জন্য সহস্র কবিতা ছিল, সর্বদা বন্দনারত,
অবহেলায় ঘুমিয়ে পড়েছে সব, নিশ্চুপ কলরব।
ডেকো না ডেকো না তারে, ঘুমাক দু'চোখ ভরে,
প্রতিমা জাগে নি, প্রদীপ জ্বলেনি, কাল পঁচে গেছে কালে,
কে জানে কখন কার তাড়নায়, কার বাসনায়,
কার গরিমায়, দুখ নামে কার ভুলে।
পুবাকাশে যেই চাঁদ নেমে আসে, বুড়ো বাঁশবনজুড়ে
ঝিঁঝিঁ পোকা যত, জোনাকিরা শত, চেয়ে রয় ক্রোশ দূরে।
নিদারুণ রোষে, জ্বলে পুড়ে শেষে, খুঁজে পায় নাকো পথ
কে ডাকিবে তারে, কে বরিবে তারে, কি সাজাইবে মনোরথ!
কত দেশ ঘুরি, কত রূপ হেরি, কত সুধা করি পান
চলে গেছে সব, ফেলে গেছে এক মুসাফির নিষ্প্রাণ।
কবিতারা যত, ছিল মাথা নত, কখনো ওঠেনি জেগে
ভালোবাসা যত, হারায়েছে তত, লুটায়েছে ভিখ মেগে।
পথের ধুলোয় কাব্য গাঁথা, যত মান অভিমান,
পরতে পরতে শূল হয়ে বিঁধে, বেঁচে থাকে অম্লান।
ভালোবাসো কারে, ঘৃণা করো কারে, চিনেছো কি তারে সব?
দিন শেষে তবে, খোঁজো কেন তার, নিরাকার অবয়ব।
কত কথা ছিল, কত ব্যথা ছিল, কত দ্বেষ ছিল মনে,
হাহাকার যত কাঁদিয়া বেড়ায়, মলিন সিংহাসনে।
পথে পথে ঘুরি, জাগি বিভাবরী, শোকগাথা রচি যায়,
ঝিঁঝিঁদের দল আওড়িয়ে মরে- হায় মুসাফির হায়!
এই পথ ধরে, শত ক্রোশ দূরে, কত বেলা ঘুরে
কি যাতনায় আজি, মৃত্যু খুঁজি, হতাশার নীড়ে।
মেকি প্রেম, জড় কামনার বশে, ভুলিলে ঈশ্বর, কে আপন পর,
আপন স্বর্গে নরক রচিয়া, কোন লালসায় নিজেরে বেচিয়া,
শূন্য যুগলে যুগ যুগ ধরিয়া, হাটিলে নিরন্তর।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯১২২
সেন্ট্রাল সার্ভেইলেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি হেল্প ডেস্ক
প্রধান কার্যালয়

## সঙ্গী

**সৌরভ চন্দ্র সাহা**

সঙ্গী আমার পিচঢালা পথ,
সাথে তার উপর জমা বালি।
সঙ্গী আমার ভোরের সূর্য,
সাথে জোড়া শালিকের হাসি।
সঙ্গী আমার তিন চাকার রিকশা,
সাথে দীর্ঘ জ্যাম।
সঙ্গী আমার এক কাপ চা,
সাথে বাতাসে মিলিয়ে যাওয়া তার ধোঁয়া।
সঙ্গী আমার একরাশ ক্লান্তি,
সাথে ক্লান্তি মোছার রুমাল।
সঙ্গী আমার কিছু বাস্তব দুশ্চিন্তা,
সাথে সেগুলো দূর করার বৃথা চেষ্টা।
সঙ্গী আমার রাতের আকাশের একা চাঁদ,
সাথে সমুদ্রের বিরতিহীন ঢেউ।
এত কিছুর ভিড়ে, তোমার অনুপস্থিতি,
আমায় নিশ্চিত করে, আমি সঙ্গীহীন।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৮৬০৬
চাটখিল উপশাখা, নোয়াখালী

## রঙিন ফানুস

**আজমির হোসেন**

পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষই আসলে এক,
পার্থক্য শুধু তাদের গল্প বলার ধরনে।

কেউ বলে ভালোবাসার গল্প
কেউ বলে ঘৃণার,
কেউ ভাষার জন্য দেয় প্রাণ
কেউবা ভাঙে শহীদ মিনার।

কেউ লেখে গল্প-কবিতা
কেউ উপন্যাস,
কেউবা লেখে নাটক-ছড়া
যার যেটা অভ্যাস।
কেউ কেউ যেন খেয়ে নিজের

তাড়ায় শুধু বনের মোষ,
কেউবা আখের গোছায় নিজের
খোশ মেজাজে বড্ড খোশ।
কেউ ভালোবাসে গাইতে গান

কেউ কেউ আবার দারুণ নাচে,
করুক না যার যেটা ইচ্ছে
সাজুক যে যার আপন সাজে।
কারো ভালো লাগে মিটিং মিছিল

কারো ভালো লাগে স্লোগান,
কেউ কেউ আবার বেশ নিরপেক্ষ
যায় যদি যাক প্রাণ।
কেউ জোর দেয় সমাজতন্ত্রে

পুঁজিবাদ নিপাত যাক,
কেউ কেউ গায় সাম্যের গান
গণতন্ত্র মুক্তি পাক।
অবিরাম এই গল্প বলায়

কেউ কেউ রাখে ভীষণ স্বাক্ষর,
সবাই চিরকাল বেঁচে থাকে না
গুটিকয়েক হয় অবিনশ্বর।
পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষই আসলে এক

পার্থক্য শুধু তাদের গল্প বলার ধরনের,
পার্থক্য গড়ে দেয় আমাদের চলনে, বলনে
আমাদেরই বেঁচে থাকা মরণে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯৫৭৩
বরপা উপশাখা, নারায়ণগঞ্জ

## অনন্য বিষাদ

**দুলাল হোসেন**

বিষাদের নীরবতা ভেঙে
অবশেষে হলো আজ ফেরা,
বর্ষার অবিরাম ধারাতে ভেসে
যেভাবে আসে ফিরে শুকনো পাতারা।

আমি এসেছি আবারো
সিকিমের কোল ঘেঁষে কুহেলিরা যেভাবে আসে,
সংশয়ের বলিরেখা ঘিরে
জেগে ওঠে কর্কশ উচ্ছ্বাসে।

ক্ষণিকের বিদায়ের পরে
সবই গেছি হয়তোবা ভুলে,
ভীরু পথে সংশয় ঘিরে থাকে যেথা
নিয়েছি আশ্রয় তার প্রতিকূলে।

এভাবে হবে যে ফেরা
ভাবোনি হয়তোবা তুমি,
সুপ্ত বারিষের টানে
নির্ভয় শরতেরা যেভাবে আসে!

তুমি যতোবার দেখেছো ছুঁয়ে
বিন্দুর মতো জমা সফেদ শিশির,
খেয়ালি রোদ্দুরে হেলে পড়া
কাঁশফুলেদের সোনালি আবীর।

তবুও তুমি থেকো ওই বর্ণিল আকাশে
নয়তোবা অজানা কোনো ছায়াপথে,
আমি আছি পড়ে
উত্তল সিয়াচেন, খাইবার গিরিপথে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯২৭৮
দাপুনিয়া-ময়মনসিংহ উপশাখা, ময়মনসিংহ

## সূর্যাস্ত

**সালেহ আহম্মেদ ছামি**

কাঠফাঁটা রোদে দাঁড়িয়ে যে পথিক ভাবে
সূর্যটা ঠিক সন্ধ্যা হলেই কোথায় যেন লুকায়
মানুষও বুঝি সূর্যেরই মতো
জীবন শেষে হারায় অন্তনীলে।
চাঁদ যেমন সূর্য ছাড়া মলিন
বাড়লে বয়স
মানুষ ও তেমন নিজেকে খোঁজে
পুরোনো ও রঙিন।
পৃথিবীর মায়া আর কোলাহল
যেদিন থাকবে পড়ে
সূর্য হয়ে ডুবে যাবে মানুষ
চাঁদ হয়ে ফিরবে বলে।
মাঝে থাকে জীবন
বাঁচার জন্য বাঁচে কেউ
অনেকে বাঁচে স্বপ্ন নিয়ে
হারজিতের খেলায় মরে গিয়ে।
বাঁচব যতদিন বাঁচার মতোই
স্বপ্ন হবে সত্যি
হাসবো আবার, আসবো আবার
রোজ সকালের সূর্যি।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯৯৯৬
প্রগতি সরণি শাখা, ঢাকা

## দশমী

**পুলক রঞ্জন সাহা**

পাড়ায় পাড়ায় দিচ্ছে ধ্বনি-
পূজা এবার হবে রে মনি।
খবর শুনে ছয় বছরের মেয়ে দশমী,
সোনার হরিণ গেল পেয়ে।
ওওও দাদু ঠাকুরকে কেন পেরেক মারছো ধরে
কষ্ট লাগে না বুঝি যাবেই নাকি মরে।
দেখছো বাবা, ঠাকুরের গায়ে কাঁদা আর জল
সর্দি যদি লাগে সখি, কেমন হবে বল।
বড় কর্তা কলেন, পূজায় তোকে আনতে হবে ফুল
মন্দিরে আবার ঠুকে পড়িস না, কভু করে ভুল।
জানো মা, বাবুর মেয়ের জামায় কত্ত মোটা পাড়
আয়না আর পাথর বসানো, হা হা আমি সইতেই পারব না ভার।
সপ্তমীতে নাড়ু তৈরিতে সব যেন তার বাগে
সব কিছু পণ্ড করছে মা তবু না রাগে।
দেবীকে দেখে, বাবাকে বল, বাবা দুর্গার এত হাত!
গনেশের আবার পেটটা মোটা মাথা একটু কাত।
দেখো মা দেখো, বাবুর মেয়ে নাগর দোলায় বসেছে চড়ে
আআআমি উঠবো না গো মা, মাথাটা যায় যদি ঘুরে।
কত্ত বড় রসের ঘোড়া লাগচ্ছে যেন জ্যান্ত!
মন্দিরে! বাবা প্রসাদ দিচ্ছে লোকের নাই অন্ত।
আমি কয়েকটা বেলুন নিয়েছি সখির জন্য চুড়ি
লাল টিপ, লাল ফিতা সাথে একটি ঘুড়ি।
সখির জন্য সখা কিনেছি, আমি যদি না থাকি
কার সনে কইবে কথা কেঁদে ভাসাবে আঁখি।
সামনের পূজায় দশমীতে মামার বাড়ি থাকব
এসবের চেয়ে ভালো খাবার মন ভরে বসে খাব।
শুনে মেয়ের কথায় মা, মুখে দেয় হাত
এমন দিনেও তার হাঁড়িতে জোটে না একটু ভাত।
দশমীতে দেবী বিসর্জন দিলো গঙ্গায় নেমে
মনি মালির আশার প্রদীপ হঠাৎ গেল থেমে।
ছিন্ন বেলুন পড়ে রয়েছে টেবিলের ওপারে
সখা সখি কেঁদে চলেছে সুকরুণ সুরে।
জামা দেখে কতটা খুশি হয়েছিল, দশমী
আসছে বছর পরবে বলে এঁকে দিয়েছিল চুমি।
লাল টিপ লাল ফিতে, ঘুড়িটাও রয়েছে পরে
দশমী তাদের হারিয়ে গেল অজানা এক ঝড়ে।
ভাবতে ভাবতে শরৎকাল পূজা এলো চলে-
আশার প্রদীপ আর জ্বলে না দুঃখের মহলে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯৩৩০
নাটোর শাখা, নাটোর

## অসম্পূর্ণ

(পরবাসী বড়বোনকে নিয়ে)

**মোঃ রিফাত হাসান নোবেল**

তুমি ছিলে, তুমিই রবে হৃদমাঝারে
সতত পড়বে মনে, পথ চলার নিগড়ে
মাথার ওপর ছায়া ছিলে, যেমন কিরীট থাকে
চলেছি কত অয়ন, এ জীবনের আঁকেবাঁকে।
যতবার হারিয়েছি পথ, আমি দিবারাতি
খদ্যোত হয়ে মার্গ দেখিয়েছে, হয়ে জীবনভাতি
তুমি শুধুই ভগ্নী নও, বন্ধু হয়ে ছিলে
কত পুণ্য করলে এমন কপাল মিলে।
কত গুলতানি, কত আনন্দ, করেছি মোরা শত
সময়ের হিসেব থাকত না মনে তাই অত
জীবনযুদ্ধ করেছিলে কত, হয়ে এই দুর্বলের
তাইতো কিছু চলতে পারি, মাঝে এই সকলের।
আমি অধম, আমি অজ্ঞ, অলস এই ভাই
থাকতে পারিনি পাশে তোমার, খুঁটি হয়ে
তাই অসম্পূর্ণ থেকে যায় এই কবিতা আমার
তোমাকে পেয়ে সব পেয়েছি, আছে কি আর পাবার?

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৮২৪৬
বসুন্দিয়া মোড় উপশাখা, যশোর

## অলীক

**রাইয়ান হাসনাইন**

সুবেহ-সাদিকে অবচেতন চোখের দৃষ্টি-
অদূরে শব্দহীন গল্পের নায়ক আমি
এক অজানা জগতের মধ্যে আমার স্থান,
সময়ের গল্প, স্বপ্নের আবাস,
এই অদৃশ্য আলোকিত সৃষ্টির আওয়াজ।

অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গি, সাক্ষাৎকার এক ছায়ামানব,
ভাঙচুর সময়ের খেলা চলছে পৃথিবীর রঙিন মায়া,
কোন স্বপ্নে বাঁচতে দেখি আমি,
অসীম আকাশের ভিতরে, আমাদের মাঝে।
চলছে সময়ের লড়াই, মাঝে মাঝে হেঁটে,
সাক্ষাৎকারের ছায়ায়, প্রেমের আড়ালে।
অদৃশ্য আকাশে, আমরা বিনোদনের মাঝে,
স্বপ্নের খেলায়, সাজিয়ে নেই সীমাহীন দেশে।

আমার প্রেমাবেগ, জীবনবোধ
নিছক এক রাজ্য, নিজেরই সৃষ্ট গ্রহে
পথ দেখিয়েছি, ডেকেছি
ফিরেছি একা, কোন এক স্বপ্নের বিশ্বাসে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৮৩২৫
বাটাজোড় উপশাখা, বরিশাল

## কলম

**হোছাইন মোহাম্মদ জনি**

কলম, শোন তোমায় বলি
গর্ভে তোমার শুধুই কি কালি?

নজরুলের হয়ে বুলেট ছুড়েছো
করেছো ছারখার ফেলেছো বোমা
তোমার কালিতে স্বাক্ষর করে
পাকেরা ছাড়লো বাংলার সীমা
কলম, শোন তোমায় বলি
গর্ভে তোমার বুলেট না কালি?

পল্লী কবির ইশারায়
পৃষ্ঠায় এঁকেছো হাজারো নদী
প্রকৃতির লীলাকে উপড়েছো তুমি
পৌঁছে গেছো কবর অবধি
কলম, শোন তোমায় বলি
গর্ভে তোমার প্রকৃতি না কালি?

তোমার কালিতে আপেলের অংক
নিউটন হলো পদার্থ বিজ্ঞানী
তোমার কালিতে রকেট নকশা
চন্দ্রাভিযানে আজ নাসার মার্কিনি
কলম, শোন তোমায় বলি
গর্ভে তোমার রকেট না কালি?

পীড়ায় ব্যথায় কুপোকাত হই
নিজের সাথে নিজেরই অনশন
কলম তুমি ডাক্তারের হয়ে
মুহূর্তেই লিখ প্রেসক্রিপশন
কলম, শোন তোমায় বলি
গর্ভে তোমার ভেষজ না কালি?

হাজার বিচারের রায় লিখেছো
মজলুমরা হেসেছে ন্যায়ের খুশিতে
কতো পাষণ্ডের কারাবন্দি লিখেছো
কতো ঝুলিয়েছো মৃত্যুর ফাঁসিতে
কলম, শোন তোমায় বলি
গর্ভে তোমার আদালত না কালি?

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯৪১৭
উখিয়া শাখা, কক্সবাজার

# প্রতিরূপ

**কাজী জিয়াদ হোসেন**

কাকে বসাই ঘাটে,
যেই রহিম, সেই করিম
একই তো মানে।

রহিম টানে ডানে,
করিম টানে বামে,
টানাটানির স্বভাব তাদের
সকলে তা জানে।

জানা জানি, কানাকানি
হোক যত তত,
রহিম করিম দুই ভাই
রবে নিজের মতো।
রহিম গেল, করিম গেল

বসলো যদু মধু,
ঘাটের হাল ধরবে এবার
পণ করেছে গেদু।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৫০৪০
নবাবগঞ্জ এসএমই/কৃষি শাখা, ঢাকা

# রানি

**মোঃ রোকনুজ্জামান**

আজকে হঠাৎ থামিল বাসটা বৃদ্ধাশ্রমের বাঁকে,
নামিয়া আসিল সোনামণি সব ছোট ছোট পাখির ঝাঁকে।
দেখিল সবাই কত যে প্রবীন বসিয়া তাদের খাটে,
দেখিছে তাদের নয়ন ভরি চক্ষু মেলিয়া বাটে।
বলিল বৃদ্ধা আস দাদুভাই শুনে যাও মোর গল্প,
সোনামনি বলে আজ কি শুনিব সময় যে খুব স্বল্প।
বলিল বৃদ্ধা শোনো দাদু ভাই জীবন বাকি যে খুব অল্প।

বাজান বলিত রানি যে আমার ভরাইয়া রাখিছে ঘর,
তাহারে আমি অন্যের বাড়ি কেমনে করিব পর।
লোকে বলিত এমন সোনামুখ দেখেছ কি এ চরে,
যে ঘরে যাইবে উজ্জ্বল করিবে আলোর শিখার তরে।

পালকি চরিয়া যেদিন গেলাম আমি তাহার বাড়ি,
আপন হইল সে যে আমার বাকি সবকিছু ছাড়ি।
কোলে আসিল সোনামুখ আমার, আনন্দের মাতোয়ারী।
রাজপুত্র তোমার ঘরে আসিয়াছে বলিত সকল পাড়া,
এতসুখ আমি রাখিব কোথায় ভাবিয়া হইতাম সারা।

সেদিন সকালে গঞ্জের তরে সে যে জমাইল পাড়ি,
বিকাল গড়াইয়া সন্ধ্যা হইল ফিরা না আসিল বাড়ি।
কতদিন গেল কতমাস-বছর তাহার'ই পথ দেখি,
দু-চোখ আমার ভাসিয়া যাইত পথের পানে চাহি।
বাজান বলিত কীসের তরে থাকবি এথায় বসি,
সারাটা জীবন বাকি যে তোরি, সেথায় চলি যেন আসি।
খোকা যে আমারা মা ডাকিলে ভরিয়া যাইত বুক,
খোকারে ছাড়ি কেমনে যাইব এইখানেই সব সুখ।

কবে যে খোকা এতখানি হইল বুজিলাম না কোন দিন।
বলিল খোকা গঞ্জে যাইবে হইয়াছে অনেক ঋণ।
খোকা যে আমার চলিয়া গেলে ফাটিয়া যাইত বুক,
আঁচল দিয়া ঢাকিয়া রাখিতাম মনের যত দুঃখ।

যেদিন আমার ঘরে আনিলাম পুতুলের মতো বউ,
ছোট ঘরটা ভরিয়া উঠিল, বইল খুশির ঢেউ।
খোকা বলিল গঞ্জে রহিব ফুলে-ফলে আর ভাতে,
গ্রামে রহিবে কিছুই যে নাই, এই ভাষাণচরের ঘাটে।
ঘর ছাড়িয়া ভিটা ছাড়িয়া চলিলাম গঞ্জের বাটে,
মন যে আমার পড়িয়া রহিত, সেই ভাষাণচরের মাঠে।

একদিন খোকা বলিল মা জায়গা যে খুব কম,
তোমার লাগি দেখিয়াছি আজ নতুন এক বৃদ্ধাশ্রম।
রহিবে সেথা রানির মতো, পূরণ হইবে ইচ্ছে শত।
সেই যে খোকা রাখিয়া গেল নিল না কোনো খোঁজ,
পথের পানে চাহিয়া ভাবি আসিবে খোকা রোজ।

সোনামনি বলে কেঁদোনা দাদু, নাম কী খোকার বল,
নয়তো তুমি এ পথ ধরিয়া আমার সাথে চল।
খোকার নাম যে রতন আমার এই দেখ তার ছবি।
সোনামনি বলে কী বল দাদু এই তো আমার বাপ,
কেমনে সে করিল তোমার সাথে এত বড় অপরাধ?

বলিল বৃদ্ধা বুকে আয় দাদু, বলিও গিয়ে তারে,
দাদি যে তোমার পথ চেয়ে থাকে বৃদ্ধাশ্রমের ধারে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৮৫০৩
মাধবপুর শাখা, হবিগঞ্জ

## উপাসনা

**মো. রিয়াদ আকন**

এ কেমন মায়াজাল
মিথ্যে মরীচিকা
চারদিকে কোলাহল
মৃত শরীরে রক্ত আঁকা

পিঠে অশরীরী কারো হাত
সে আমায় ডেকে বলে,
“নিয়েছো তুমি মৃত্যু স্বাদ,
তুমিও মৃতের দলে।”

আমি বুঝিনি, কিছু মানিনি, করে গেছি কত শত ভুল
ফিরে যেতে চাই যত পাপ আছে তা শুধরে নেবো বলে
প্রভু বজ্রকণ্ঠে বলেন, “শাস্তি তোমায় পেতেই হবে।
এর ক্ষমা নেই। এ অনন্ত যাত্রাপথ শুরু হোক তবে।

অশরীরী নিয়ে যায় আমায়
আগুনের মহাকুণ্ডে
ঝলসে পুড়ে আমি ছাই
অশেষ প্রলয়কাণ্ডে

নরক কত ভয়ানক, এর অধিবাসীরাই জানে
বিভীষিকাময় এ পথে এসো না ধ্বংস হয়ে যাবে
বেঁচে আছো যতদিন পৃথিবীতে সবাইকে বলে দিও
মানুষ হয়েই জন্ম যখন প্রভুর নামটি নিও

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯১৩৯
সাভার বাজার শাখা, ঢাকা

## দিন বদলের কথা

**নূরুন্নাহার সুইটি**

এই যে আমরা সময়ে অসময়ে
দিন বদলের কথা বলি,
ভেবে দেখা যাক এখন কতটা
দিন বদলের পথে চলি।

রাজার প্রাসাদ হচ্ছে বড়
বাড়ছে আলোর ধুম,
প্রজার কুটির আঁধারে ঢাকা
চিন্তারা নির্ঘুম।

বদল কি শুধু সমাজের
সব রাজাদের অধিকার?
আসলে কিন্তু প্রজারাই
প্রধান বদলের দাবিদার।

এসব নিয়ে বললে কথা
করলে অভিমান,
ভয়ে থাকি কখন যেনো
যায় এই গর্দান।

কিন্তু এখন সময় এসেছে
অধিকার নিয়ে বলার,
তরুণ সমাজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ
একসাথে পথ চলার।

বদলে যদি দিতেই হয়
বদলাবে চারদিক,
রাজপ্রাসাদের আলোটা
প্রজার ঘরেও আসবে ঠিক।

চারদিকে যখন দেখবো চেয়ে
দিন বদলের ঝোঁক,
সমস্বরে বলবো সবাই
সঠিক ভালো'টা হোক।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৫২৩৭
শাহজাদপুর উপশাখা, ঢাকা

# নকশী কাঁথা

মোঃ সালেমীর হোসেন

নকশী কাঁথায় আঁক তুমি
মাঠের বুনোফুল,
সে ফুলে ভাষা পায়
মনের কথা করে ভুল।

আঁক তুমি মাঠঘাট প্রান্তর,
প্রকৃতি গাছপালা-
মিশে যায় সে কাঁথায়
সদূর ঘনশ্যামে হারায়ে তেপান্তর।

আঁক তাতে আকাশ,
মেঘ সাদা পালকে
পাখি হয়ে ডানা মেলে
পাড়ি দেয় শূন্যতা
খেলা করে বাতাস।

সে মেঘের ডানাতে চড়ে,
উড়ন্ত সে পাখি হয়ে
কল্পপরীর রাজত্বে
হয়ে উপকরণ তুমি কর বিচরণ
ঘুমাও সেথায় নকশী কাঁথা পেড়ে।
সে ঘুম ভাঙে না আর
চেষ্টা কর বারবার
ঘুমের ঘরেই আঁক তাই
মনের ফুল নকশী কাঁথায়।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৭২৯৩
পুড়াপাড়া বাজার উপশাখা, যশোর

# ব্যাপৃত জীবন

**তারজিনা রহমান**

ভালোবাসায় শরীর বাসে না ভালো,
করতে চায় তারে লালন মনের আলো..
এই পার্থিব চলুক তার দুর্বার গতিতে..

মাঝ রাস্তার ক্ষীণ আলোয় দেখবে যখন
প্রিয়ে নেই তোমার সান্নিধ্যে ভাববে তখন
এ কি সেই জীবন?
যা নিয়ে ভাবতে সারাক্ষণ!
ভালোবাসা তোমার মন-শরীরে বিচরিত
কিন্তু তুমি নিজেকে করেছ লুকায়িত।
যখন হিসাবের খাতা করবে উন্মোচন
সুযোগ আর পাবে না হওয়ার সংশোধন।

ছুটে চলেছ অদৃশ্য প্রতিযোগিতায়
বাস্তবতার ঊর্ধ্বে কল্পনার বিরোধীতায়
ব্যস্তময় জীবন শুধু মিথ্যা মোড়কে সজ্জিত
বুঝবে তুমি থাকবে যখন ব্যস্ততায় নিমজ্জিত।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৪৯১৮
যশোর বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (জাস্ট) উপশাখা, যশোর

# প্রিয়তমা সুহাসিনী

মোঃ শরিফুল আলম শাওন

প্রিয়তমা সুহাসিনী
একটুখানি ভালোবাসা আর ক্ষণিকের শূন্যতায়,
তুমি নেই জেনেও মনে পড়ে তোমায় বার বার।
প্রিয়তমা সুহাসিনী, চল না বৃষ্টিতে ভিজি আবার।
সেই বৃষ্টিতে প্রথম ঝরে পড়া শিউলি,
কুড়িয়ে তোমার খোপায় দেবো বলে
আমি সারা রাত বৃষ্টিতে ভিজেছি।
যেই ছবি এঁকেছি আমার মৃত্যুহীন আত্মায়,
সেই তোমার ছবিটা চেয়ে চেয়ে দেখিছি।।
প্রিয়,
অদৃশ্য অম্লানে বিদীর্ণ এই হৃদয়কে
আগের মতো কি ভালোবাসো?
জানো শুধু এইটুকুই চেয়েছিলাম
আমায় তুমি একটু ভালোবাসো।
ঝড় হয়ে না হয়, বৃষ্টি হয়ে এসো।।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৭৫৫০
সাচনা বাজার উপশাখা, সুনামগঞ্জ

IFIC

আইএফআইসি
# ওয়ান স্টপ সার্ভিস
একই কাউন্টারে সব ব্যাংকিং সেবা

- নগদ ও চেক জমা
- নগদ উত্তোলন
- একাউন্ট খোলা এবং একাউন্ট সংক্রান্ত সব ধরনের সেবা
- মেয়াদি আমানত
- রেমিট্যান্স ও ফান্ড ট্রান্সফার
- হোম লোন ও অন্যান্য রিটেইল লোন
- ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড
- মোবাইল ব্যাংকিং
- সঞ্চয়পত্র ইস্যু ও নগদায়ন
- লকার সেবা

১৬২৫৫ ০৯৬৬৬৭ ১৬২৫৫ IFICBankPLC www.ificbank.com.bd

আইএফআইসি ব্যাংক

# ইভেন্টস্

## প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে আইএফআইসি ব্যাংকের কম্বল প্রদান

দেশের দুস্থ ও শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১ লক্ষ পিস কম্বল প্রদান করেছে আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি। গত ১০ নভেম্বর ২০২৩ গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে নমুনা কম্বল হস্তান্তর করেন আইএফআইসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী শাহ এ সারওয়ার। শাখা-উপশাখা নিয়ে দেশের বৃহত্তম ব্যাংক আইএফআইসি প্রতি বছর শীতকালে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করতে বিভিন্ন ধরনের মানবিক ও জনহিতকর কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

## নতুন ডিএমপি কমিশনারের সঙ্গে আইএফআইসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাক্ষাৎ

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) নব নিযুক্ত কমিশনার হাবিবুর রহমান বিপিএম (বার), পিপিএম (বার)-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন আইএফআইসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী জনাব শাহ আলম সারওয়ার। ১১ অক্টোবর পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে কমিশনারের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন তিনি। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও হেড অব ইন্টারন্যাশনাল ডিভিশন জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা-সহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

# আইএফআইসি ব্যাংকে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদ্‌যাপিত

প্রাত্যহিক জীবনে বিভিন্ন বহুমাত্রিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ নারীরা সরাসরি ভূমিকা রাখছে দেশের স্বনির্ভর অর্থনীতির বিনির্মাণে। শাখা-উপশাখায় দেশের বৃহত্তম ব্যাংক আইএফআইসি গ্রাম পর্যায়ে অব্যাহত রেখেছে নারীবান্ধব বিভিন্ন ব্যাংকিং সুবিধা। আইএফআইসি ব্যাংক থেকে কৃষি ঋণসহ বিভিন্ন প্রোডাক্ট ও সার্ভিসের মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তন করেছেন অসংখ্য সংগ্রামী গ্রামীণ নারী। নারীদের এই অগ্রযাত্রায় ভূমিকা রাখতে আইএফআইসি ব্যাংকের পক্ষ থেকে বিভিন্ন শাখা-উপশাখায় গত ১৫ অক্টোবর ২০২৩ উদ্‌যাপন করা হয় 'আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস ২০২৩'। এসময় সংশ্লিষ্ট শাখা-উপশাখাসমূহ নারী গ্রাহক ও তার পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

## আইএফআইসি ব্যাংকের ৬টি শাখায় আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

প্রাত্যহিক জীবনে বহুমাত্রিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে দেশের স্বনির্ভর অর্থনীতির বিনির্মাণে নারীরা সরাসরি ভূমিকা রাখছে। শাখা-উপশাখায় দেশের বৃহত্তম ব্যাংক আইএফআইসি প্রান্তিক পর্যায়ে পৌছে দিয়েছে নারীবান্ধব বিভিন্ন ব্যাংকিং সুবিধা। বিভিন্ন পেশাজীবী নারীদের এই অগ্রযাত্রায় ভূমিকা রাখতে ও ব্যাংকিং সেবায় অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে সম্প্রতি আইএফআইসি ব্যাংক আখাউড়া, বান্দরবান, দনিয়া, যশোর, পটিয়া ও পোড়াদহ শাখায় আয়োজন করেছে আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ক কর্মশালা। প্রায় ১,৬০০ জন নারীর উপস্থিতিতে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ। পর্যায়ক্রমে সারা দেশে আইএফআইসি ব্যাংকের সকল শাখা-উপশাখায় আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ক কর্মসূচির আয়োজন করা হবে।

আর্থিক সাক্ষরতায় নিরাপদ ভবিষ্যৎ

## আইএফআইসি ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

শাখা-উপশাখায় দেশের বৃহত্তম ব্যাংক আইএফআইসি প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে নারীবান্ধব বিভিন্ন ব্যাংকিং সুবিধা। বিভিন্ন পেশাজীবী নারীদের এই অগ্রযাত্রায় ভূমিকা রাখতে ও ব্যাংকিং সেবায় অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে সম্প্রতি আইএফআইসি ব্যাংক প্রগতি সরণি, নড়াইল, মিয়া বাজার ও নোয়াপাড়া শাখায় আয়োজন করেছে আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ক কর্মসূচি। প্রায় ৪৯০ জন নারীর উপস্থিতিতে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ। পর্যায়ক্রমে সারা দেশে আইএফআইসি ব্যাংকের সকল শাখা-উপশাখায় আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ক কর্মসূচির আয়োজন করা হবে।

## বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে আইএফআইসি ব্যাংকের চুক্তি সই

লং টার্ম ফাইন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি (বিবি-এলটিএফএফ)-এর আওতায় ঋণ সুবিধা পেতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে অংশগ্রহণমূলক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি। মতিঝিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে রোববার, ১০ ডিসেম্বর ২০২৩ আইএফআইসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী শাহ আলম সারওয়ার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্টের পরিচালক লিজা ফাহমিদা এ সংক্রান্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবুল বাশার, অতিরিক্ত পরিচালক (এফএসএসপিডি) ফিরোজ মাহমুদ ইসলাম, আইএফআইসি ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মনসুর মোস্তফা, করেসপনডেন্ট ব্যাংকিং, জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যান্ড রেমিট্যান্স বিভাগের প্রধান মোঃ জুলফিকার আলী চাকদার, প্রমুখ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

### যুক্তরাজ্যে ‘আইএফআইসি ব্যাংক রেমিট্যান্স রোড শো ২০২৩’

# রেমিট্যান্স প্রেরণে যোগ হলো নতুন মাত্রা

বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুক্তরাজ্যের ইয়র্কশায়ারের ব্রাডফোর্ডে গত ২৬ নভেম্বর ২০২৩-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘আইএফআইসি ব্যাংক রেমিট্যান্স রোড শো ২০২৩’। শাখা-উপশাখায় দেশের বৃহত্তম ব্যাংক আইএফআইসি-এর মাধ্যমে দ্রুত, সহজ ও নিরাপদ রেমিট্যান্স প্রেরণে উৎসাহিত করতে আয়োজন করা হয় এই রোড শো।

এসময় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ব্যাংকের পরিচালক ও আইএফআইসি মানিট্রান্সফার ইউকে লিমিটেডের চেয়ারম্যান এ. আর. এম. নজমুস্ ছাকিব প্রবাসী ও অনাবাসী বাংলাদেশিদের সামনে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়াতে আইএফআইসি ব্যাংক-কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহ তুলে ধরেন এবং শাখা-উপশাখায় দেশের বৃহত্তম ব্যাংক আইএফআইসি’র নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ব্যাংকিং চ্যানেল ও এমএফএস-এর মাধ্যমে প্রবাসীদের প্রিয়জনের কাছে দ্রুত ও নিরাপদে রেমিট্যান্স পাঠাতে অনুরোধ করেন।

আইএফআইসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী শাহ আলম সারওয়ার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্য কামরুন নাহার আহমেদ, রাবেয়া জামালী, মোঃ জাফর ইকবাল, মোঃ গোলাম মোস্তফা, সুধাংশু শেখর বিশ্বাস, ব্যাংকের কর্পোরেট সচিব মোকাম্মেল হক, আইএফআইসি মানি ট্রান্সফার ইউকে লিমিটেড-এর সিইও মনোয়ার হুসাইন উপস্থিত ছিলেন। আইএফআইসি মানি ট্রান্সফার ইউকে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সার্বিক সহযোগিতায় ছিল প্রতিষ্ঠানটির ব্রাডফোর্ড এজেন্ট সোনালী বিজনেস সেন্টার (ইউকে) লিমিটেড।

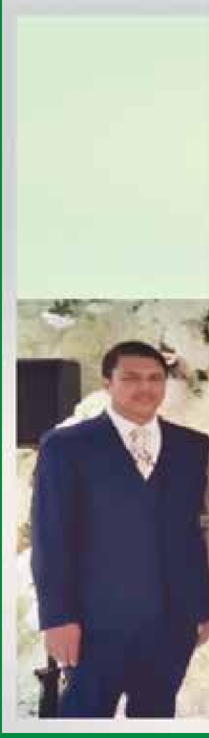

# আইএফআইসি ব্যাংক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সচেতনতা বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

শাখা-উপশাখায় দেশের বৃহত্তম ব্যাংক আইএফআইসি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হলো 'বাংলাদেশে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা দূরীকরণে সচেতনতা বৃদ্ধি' বিষয়ক সেমিনার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের সহযোগিতায় দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই সেমিনারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতায় হার কমাতে সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ।

সেমিনারটি সঞ্চালনায় ছিলেন বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষ শাখার পুলিশ সুপার মাহফুজা লিজা বিপিএম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের সহযোগী অধ্যাপক তাসলিমা ইয়াসমিন। সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও আইএফআইসি ব্যাংকের কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। এসময় পারিবারিক সহিংসতা, সাইবার বুলিং-সহ বিভিন্ন অপরাধের সুরক্ষা প্রদান এবং প্রতিরোধ বিষয়ক করণীয় সর্ম্পকে আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক ড. সীমা জামান, অধ্যাপক ড. মোঃ রহমত উল্লাহ, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাজমুজ্জামান ভূঁইয়া, অধ্যাপক ড. বোরহান উদ্দিন খান-সহ আইএফআইসি ব্যাংক-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও হেড অব ব্রাঞ্চ বিজনেস মো. রফিকুল ইসলাম, হেড অব লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স এস. এম. আলমগীর-সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সারা দেশব্যাপী আইএফআইসি ব্যাংক-এর
১৩৫০+ শাখা-উপশাখায়
IFIC
কম্বল বিতরণ কর্মসূচি
২০২৩-২৪
উদ্বোধন
IFIC
সেবায়
সাফল্যে
আস্থায়

IFIC
Seminar on Creating Awareness
for Prevention of Cyber Harassment
in Bangladesh

## আইএফআইসি ব্যাংক-এর উদ্যোগে দেশব্যাপী কম্বল বিতরণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন

শাখা-উপশাখায় দেশের বৃহত্তম ব্যাংক আইএফআইসি-র উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে 'কম্বল বিতরণ কর্মসূচি ২০২৩-২০২৪' শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। দেশব্যাপী আইএফআইসি ব্যাংকের ১৩৫০-এর বেশি শাখা-উপশাখায় এই কম্বল বিতরণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছে।

গত ২৮ ডিসেম্বর ২০২৩-এ আইএফআইসি ব্যাংক প্রধান কার্যালয় প্রাঙ্গণে কম্বল বিতরণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আইএফআইসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী জনাব শাহ আলম সারওয়ার ও বিশিষ্ট নাট্যজন রামেন্দু মজুমদার। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আইএফআইসি ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

এসময় শতাধিক দুঃস্থ ও শীতার্ত মানুষের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে এবছর আইএফআইসি ব্যাংকের পক্ষ থেকে ১ লক্ষ কম্বল প্রদান করা হয়েছে।

## আইএফআইসি ব্যাংক-এ সাইবার হয়রানি প্রতিরোধ বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

শাখা-উপশাখায় দেশের বৃহত্তম ব্যাংক আইএফআইসি'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে সাইবার হয়রানি প্রতিরোধ বিষয়ক সেমিনার। ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩, সোমবার পুরানা পল্টনস্থ আইএফআইসি টাওয়ারের মাল্টিপারপাস হলে ব্যাংকের কর্মীদের জন্য আয়োজন করা হয় সচেতনতামূলক এই সেমিনার।

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই সেমিনারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে কর্মস্থল ও ব্যক্তি পর্যায়ে অনলাইন এবং সাইবার স্পেসে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে তথ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে উদ্বুদ্ধ করা। সেমিনারে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম ইন্টেলিজেন্স উইং-এর ডিআইজি জনাব শামীমা বেগম বিপিএম পিপিএম। এসময় উপস্থিত অতিথিদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আইএফআইসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী শাহ আলম সারওয়ার ব্যাংকের কর্মীদের ডিজিটাল মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহারে আরো অধিক সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান।

পুলিশের বিশেষ শাখার পুলিশ সুপার ও বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক-এর লিগ্যাল ও সাইবার সার্পোট বিভাগের সম্পাদক জনাব মাহফুজা লিজা বিপিএম সেমিনারটি পরিচালনা করেন। সেমিনারে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও দেশব্যাপী সকল শাখা-উপশাখার কর্মীরা ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

# পরিবারে যারা এলো

**শাদিদ করিম বিন নেয়াজ**

জন্ম : ১ অক্টোবর ২০২৩
পিতা : নেয়াজুল করিম
প্রধান কার্যালয়

**নাইফা তাসমীখ মুমাইয়াজা**

জন্ম : ১ অক্টোবর ২০২৩
পিতা : নাসিফ আহমেদ
প্রধান কার্যালয়

**কাজী রুশবা আহমেদ**

জন্ম : ১ অক্টোবর ২০২৩
পিতা : কাজী রিফাত আহমেদ
বেলকুচি শাখা

**রোজাইনা তারান্নুম ইফজা**

জন্ম : ১ অক্টোবর ২০২৩
পিতা : মোঃ রিয়াদুল হোসেন রিদয়
ঈশ্বরগঞ্জ উপশাখা

**মুসআব রহমান আফরাজ**

জন্ম : ২ অক্টোবর ২০২৩
পিতা : মোঃ লুৎফর রহমান সিমান্ত
ভালুকা উপশাখা

**আফসার ইবনে শাদাদ**

জন্ম : ২ অক্টোবর ২০২৩
মাতা : শেরেনা আক্তার
গৌরীপুর বাজার শাখা

**আবরার আল তাওয়াফ**

জন্ম : ৪ অক্টোবর ২০২৩
পিতা : আবদুল্লাহ আল নোমান
ভৈরব বাজার উপশাখা

**মোঃ সোহানুর ইসলাম আরোশ**

জন্ম : ৫ অক্টোবর ২০২৩
পিতা : মোঃ আমির হোসেন
বড়াইগ্রাম উপশাখা

**মোঃ নাহিয়ান শেহজাদ নোমান**

জন্ম : ৬ অক্টোবর ২০২৩
পিতা : মোঃ নিরব হোসেন
আহমেদপুর-নাটোর উপশাখা

**মেহেক হাসান আকিফাহ**

জন্ম : ৬ অক্টোবর ২০২৩
পিতা : কেএম হাসান মাহমুদ
প্রধান কার্যালয়

**সাওবান সালেহীন নিজাহ**

জন্ম : ৮ অক্টোবর ২০২৩
পিতা : সাকির উস সালেহীন
বরগুনা শাখা

**অস্মিতা রায়**

জন্ম : ৮ অক্টোবর ২০২৩
পিতা : অনিক রায়
বন্দর শাখা

# পরিবারে যারা এলো

**আনশারাহ আশরা খান ও আমিরাহ আয়রা খান**
জন্ম : ৯ অক্টোবর ২০২৩
পিতা : আশিক খান
ময়মনসিংহ শাখা

**সৌম্যদীপ বড়ুয়া (ত্রিহান)**
জন্ম : ৯ অক্টোবর ২০২৩
পিতা : উত্তরন বড়ুয়া
নোয়াখালী শাখা

**জুনাইশা বিনতে রওশন**
জন্ম : ১০ অক্টোবর ২০২৩
পিতা : মোঃ সাজ্জাদুল রওশন
প্রধান কার্যালয়

**বিদীপ্তা সাহা**
জন্ম : ১২ অক্টোবর ২০২৩
পিতা : বিশাল সাহা
নোয়াপাড়া শাখা

**ফারিশা আরনাজ নামিরা**
জন্ম : ১৩ অক্টোবর ২০২৩
পিতা : মাশরুর হাসনাইন
হলান বাজার উপশাখা

**ইউসাইরাহ মেহরিশ ফিওনা**
জন্ম : ১৩ অক্টোবর ২০২৩
পিতা : মোঃ লায়েল হাসান
বগুড়া শাখা

**ইনশিরাহ তাসরিন ইনায়া**
জন্ম : ১৯ অক্টোবর ২০২৩
পিতা : ফিরোজ ইসলাম
আড়াইহাজার শাখা

**আরহাম আহমেদ**
জন্ম : ২০ অক্টোবর ২০২৩
পিতা : আহসান হাবিব হৃদয়
ফেনী শাখা

**ইনায়া ইসলাম রাইফা**
জন্ম : ২২ অক্টোবর ২০২৩
পিতা : মোঃ রিফাত উল্লাহ
উদ্ধবগঞ্জ উপশাখা

**মোঃ শেহরোজ শারীম**
জন্ম : ২৩ অক্টোবর ২০২৩
পিতা : মোঃ সোহেল রানা
পান্টি বাজার উপশাখা

**মুহাম্মদ তানজিম মেহরাব**
জন্ম : ২৪ অক্টোবর ২০২৩
পিতা : মোঃ শামীম হাওলাদার
চেরাগ আলী শাখা

**মুনতাসির হাসান মুয়াজ**
জন্ম : ২৬ অক্টোবর ২০২৩
পিতা : মোঃ কামরুল হাসান
টাঙ্গাইল শাখা

# পরিবারে যারা এলো

**মেহজাবিন মেহেক আয়াত**

জন্ম : ২৭ অক্টোবর ২০২৩
পিতা : মোঃ মাহমুদুল হাসান
গুলশান শাখা

**মোসা মিফতাহুল জান্নাত মাহা**

জন্ম : ২৭ অক্টোবর ২০২৩
পিতা : মোঃ মোসাব্বের হোসিন
গঙ্গাচড়া উপশাখা

**আহনাফ আবরার (জারিফ)**

জন্ম : ২৮ অক্টোবর ২০২৩
পিতা : মোঃ সৈকত সরকার
প্রধান কার্যালয়

**মোসাঃ সাবিরা বিনতে নূর**

জন্ম : ২৮ অক্টোবর ২০২৩
পিতা : নুর মোহাম্মদ
মহিমাগঞ্জ উপশাখা

**আমিরাহ মেহনূর**

জন্ম : ২৯ অক্টোবর ২০২৩
মাতা : নুসরাত জাহান
কুমিল্লা শাখা

**জুনাইরাহ নুরজাহান ইমতিয়াজ**

জন্ম : ৩০ অক্টোবর ২০২৩
পিতা : ইমতিয়াজ মোহাম্মদ পাপন
খাসডোবির পয়েন্ট উপশাখা

**সুনাইরা নূরানী আনশারাহ**

জন্ম : ৩০ অক্টোবর ২০২৩
পিতা : শাহরিয়ার হক
প্রধান কার্যালয়

**নুজাইরা মেহনূর রুহিন**

জন্ম : ৩০ অক্টোবর ২০২৩
পিতা : মোঃ রবিন মিয়া
প্রধান কার্যালয়

**আল-মুহাইমিন ইসলাম আরাফ**

জন্ম : ৩১ অক্টোবর ২০২৩
পিতা : আল-আমিন ঘরামী
জলিরপাড় বাজার উপশাখা

**রায়ান আত তকি**

জন্ম : ১ নভেম্বর ২০২৩
পিতা : হাবিবুল্লাহ বেলালী
প্রধান কার্যালয়

**ফারহিন জিহানা**

জন্ম : ২ নভেম্বর ২০২৩
পিতা : মোঃ ফারিয়ার হোসেন
প্রধান কার্যালয়

**আবরার জাহিন ইয়ানিশ**

জন্ম : ৩ নভেম্বর ২০২৩
পিতা : মোঃ আশিকুর রহমান
দারুস সালাম রোড শাখা

# পরিবারে যারা এলো

**শেফালী জাহান মানহা**
জন্ম : ৪ নভেম্বর ২০২৩
পিতা : মোঃ শাহাব উদ্দিন শাওন
বাঘা উপশাখা

**লাভিন আহমেদ রিজিক**
জন্ম : ৪ নভেম্বর ২০২৩
পিতা : ফরিদ আহমেদ
ইসাপুরা বাজার শাখা

**আমিরা হাসনাইন মেহরিশ**
জন্ম : ৫ নভেম্বর ২০২৩
মাতা : সুমাইয়া ইসলাম
প্রধান কার্যালয়

**মোঃ ফারজাদ জামান ইভান**
জন্ম : ৬ নভেম্বর ২০২৩
মাতা : দিলরুবা ইয়াসমিন ইভা
উত্তরা শাখা

**মাইমুনা মুনতাহা**
জন্ম : ১০ নভেম্বর ২০২৩
পিতা : মোঃ মোতালেব হোসেন
আব্দুলবাড়িয়া বাজার উপশাখা

**মোহাম্মদ রওনক ইভান আরাফ**
জন্ম : ১৩ নভেম্বর ২০২৩
পিতা : মোঃ রাশেদুল ইসলাম
মাধবদী শাখা

**আতিফা ইসলাম সানা**
জন্ম : ১৩ নভেম্বর ২০২৩
পিতা : আরিফুল ইসলাম
কমলপুর উপশাখা

**ইরহান আহমেদ চৌধুরী**
জন্ম : ১৫ নভেম্বর ২০২৩
পিতা : ইশতিয়াক আহমেদ চৌধুরী
সেনবাগ বাজার উপশাখা

**সায়মা আহমেদ সারাহ**
জন্ম : ১৮ নভেম্বর ২০২৩
পিতা : সাব্বির আহমেদ
রাজশাহী কোর্ট বাজার উপশাখা

**তাজকিয়া ওয়াসিফা**
জন্ম : ২২ নভেম্বর ২০২৩
পিতা : মোঃ আশিক আবদুল্লাহ
কেশোরহাট উপশাখা

**রাইয়ান বিন সাকাওয়াত মিয়াজী**
জন্ম : ২২ নভেম্বর ২০২৩
মাতা : মোসা. ফারহানা আফরোজ
শান্তিনগর শাখা

**নুসাইবা তাসনিম**
জন্ম : ২৪ নভেম্বর ২০২৩
পিতা : মোঃ কাশেম আলী
ঝাউডাঙ্গা বাজার উপশাখা

# পরিবারে যারা এলো

**জুনাইরাহ জারিয়া**
জন্ম : ২৮ নভেম্বর ২০২৩
পিতা : মোঃ জাহিদুল ইসলাম
টেপাখোলা বাজার উপশাখা

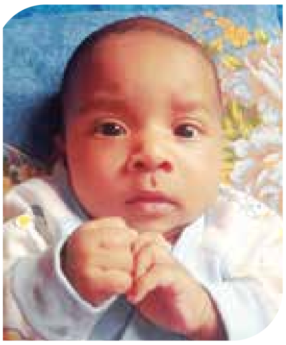

**মোঃ হাফিজুর রহমান ইফরান**
জন্ম : ৫ নভেম্বর ২০২৩
পিতা : মোঃ হাবিবুর রহমান
গৌরীপুর বাজার শাখা

**আমাতুল্লাহ বিনতে তানভীর**
জন্ম : ১ ডিসেম্বর ২০২৩
পিতা : মোঃ তানভীর হাবিব
প্রধান কার্যালয়

**আনাবিয়া আকসা ইনায়াহ**
জন্ম : ৩ ডিসেম্বর ২০২৩
মাতা : ফাহমিদা শারমিন
রাইনখোলা বাজার উপশাখা

**ক্বারিয়া সাঈদ ইউমনা**
জন্ম : ৪ ডিসেম্বর ২০২৩
পিতা : মোঃ মুনতাসির
বালাঘাটা উপশাখা

**ফারিশতা ফিরদৌস মাহিয়া**
জন্ম : ৭ ডিসেম্বর ২০২৩
পিতা : এস. এম. তাহির জামান
ইন্দুরহাট উপশাখা

**আরাধ্যা রিধি চাকমা**
জন্ম : ৭ ডিসেম্বর ২০২৩
পিতা : রাহুল চাকমা
বান্দরবান শাখা

**নূরে হামদান মুহাম্মদ ইলহাম**
জন্ম : ৮ ডিসেম্বর ২০২৩
মাতা : হাসিন বিনতে মামুন
বসুন্ধরা শাখা

**শেখ ফারহিন আসফিয়া**
জন্ম : ৮ ডিসেম্বর ২০২৩
পিতা : এসকে মোহাম্মদ আলী
প্রধান কার্যালয়

**আশমিরা জিয়াদ ইয়ানা**
জন্ম : ৮ ডিসেম্বর ২০২৩
পিতা : কাজী জিয়াদ হোসেন
নবাবগঞ্জ এসএমই/কৃষি শাখা

**ইয়ামিন আশফাক**
জন্ম : ৯ ডিসেম্বর ২০২৩
পিতা : মোহাম্মদ আলী মর্তুজা
দোহাজারী উপশাখা

**সাবিত তাজওয়ার**
জন্ম : ৯ ডিসেম্বর ২০২৩
পিতা : মোঃ তাজদুল ইসলাম
চারঘাট উপশাখা

# পরিবারে যারা এলো

**সুবাইতা ফারহা খান ও শেহতাজ ফাতিমা খান**
জন্ম : ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩
পিতা : সাখাওয়াত হোসেন
প্রধান কার্যালয়

**দৃতি বিশ্বাস**
জন্ম : ১৯ ডিসেম্বর ২০২৩
মাতা : সীমা মুন্সি
প্রিন্সিপাল শাখা

**রুমাইসা জান্নাত তাহিরাহ**
জন্ম : ১৯ ডিসেম্বর ২০২৩
পিতা : মোঃ শফিউল আজম
প্রধান কার্যালয়

**মোঃ সুহাইব ইসলাম**
জন্ম : ২১ ডিসেম্বর ২০২৩
মাতা : আফরিন সুলতানা
বড় বাজার শাখা

**সৈয়দ শাহজাইব আল আফনান**
জন্ম : ২১ ডিসেম্বর ২০২৩
পিতা : মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান
গুলশান শাখা

**নাফিয়া আলম নাবা**
জন্ম : ২২ ডিসেম্বর ২০২৩
পিতা : মোঃ নূর ই আলম নিশান
সিদ্ধিরগঞ্জ উপশাখা

**নাফিসা জাহান আয়রা**
জন্ম : ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩
মাতা : কাজী নূর জাহান
বারোইছা উপশাখা

**তাজওয়ার হাসান**
জন্ম : ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩
পিতা : মেহেদী হাসান সাকিব
আনন্দ বাজার-চাঁদপুর উপশাখা

**কাজী আজিমানুর আলম**
জন্ম : ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩
মাতা : সাজিয়া মাহবুবা
পুলের ঘাট বাজার উপশাখা

**রুহিনী সাহা রুহি**
জন্ম : ২৬ ডিসেম্বর ২০২৩
পিতা : রাজন সাহা রাজু
মৌলভীবাজার শাখা (জেলা)

**আরিশা জান্নাত ও আদিবা জান্নাত**
জন্ম : ২৭ ডিসেম্বর ২০২৩
পিতা : মোঃ জাহিদুল ইসলাম
মনিরামপুর উপশাখা

**সারাফ নাওয়ার সিয়ারা**
জন্ম : ২৭ ডিসেম্বর ২০২৩
মাতা : আশরাফুন জান্নাত আশফি
ভালুকা উপশাখা

# পরিবারে যারা এলো

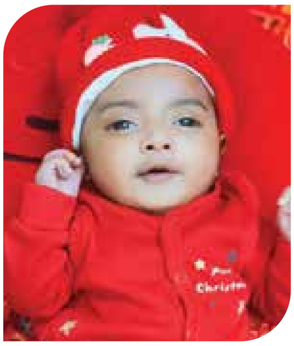

**রুদ্রিকা অধিকারী**

জন্ম : ২৮ ডিসেম্বর ২০২৩
পিতা : রাজীব চন্দ্র অধিকারী
নর্থ ব্রুক হল রোড শাখা

**মুন-ই-মা মোস্তফা**

জন্ম : ২৮ ডিসেম্বর ২০২৩
পিতা : মোঃ সারওয়ার মোস্তফা
চন্দ্রা এসএমই/কৃষি শাখা

**মোঃ শায়ান তাজওয়ার নুহান**

জন্ম : ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩
মাতা : কুমকুম তাজ মৌ
প্রধান কার্যালয়

# যাদের হারিয়েছি

**মোঃ আসিফ হোসেন**

সারুলিয়া উপশাখা
কোনাপাড়া শাখা
চাকুরিতে যোগদানের তারিখ : ৩১ জুলাই ২০২২
মৃত্যুর তারিখ : ২৩ নভেম্বর ২০২৩

IFIC
আইএফআইসি
আমার বাড়ি
ভালোবাসায় বসবাস
> দ্রুততম সময়ে ঝামেলাবিহীন লোন প্রদান
> সেমি-পাকা বাড়ি নির্মাণসহ শহর-গ্রাম সারা দেশে ঋণ সুবিধা
> যখন-তখন ইন্টারেস্ট রেট পরিবর্তনের আশঙ্কা নেই
> হোম লোন বিতরণে দেশে সবার শীর্ষে আইএফআইসি আমার বাড়ি
টোনাটুনি'স

শাখা-উপশাখায়
দেশের বৃহত্তম ব্যাংক
আইএফআইসি
আপনার প্রতিবেশী হয়ে
ছড়িয়ে আছে সারা দেশে

আমাদের কোথাও
কোনো এজেন্ট নেই

Published by :

IFIC Bank PLC
Head Office: IFIC Tower, 61 Purana Paltan
Dhaka 1000, Bangladesh
Hunting Number: 09666716250, Fax: 880-2-9554102
info@ificbankbd.com IFICBankPLC
www.ificbank.com.bd